কৃষিই সমৃদ্ধি

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.badc.gov.bd
বিএডিসি. বাংলা

আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে
আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে -বঙ্গবন্ধু

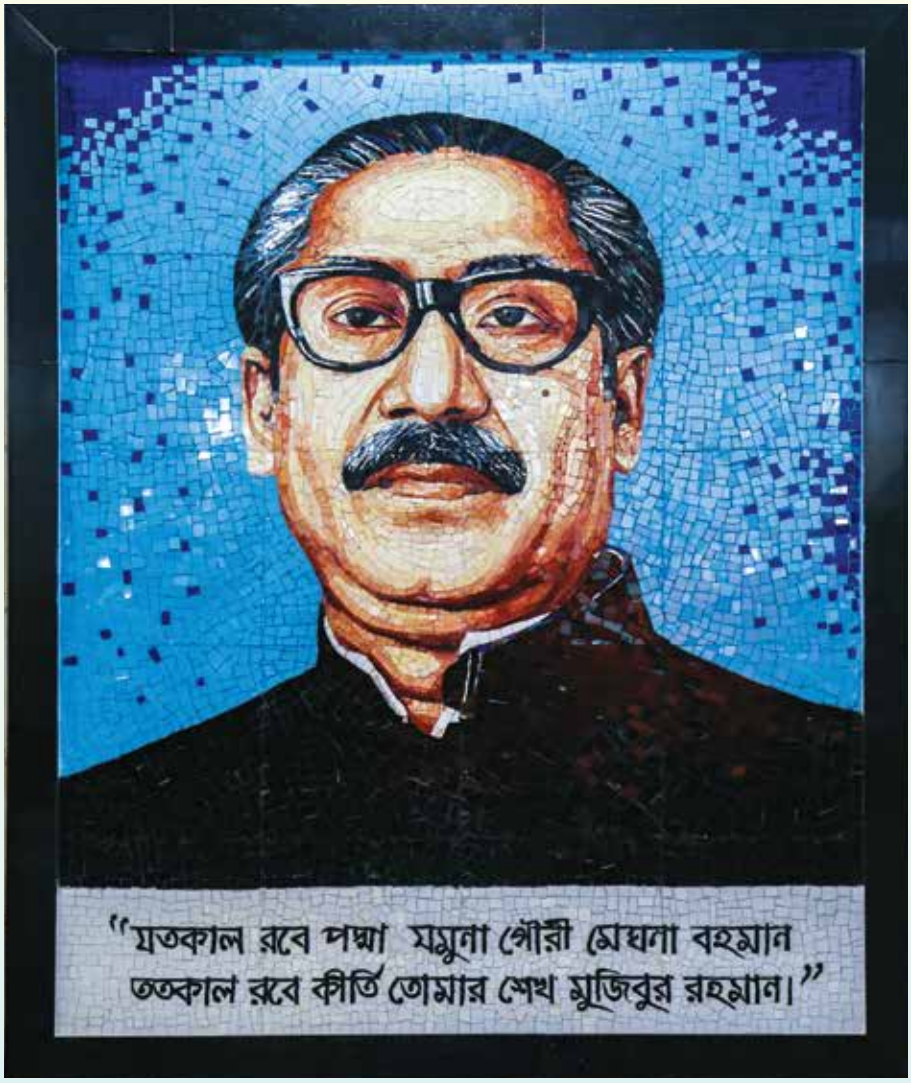

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের প্রধান ফটকে স্থাপিত
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর ম্যুরাল

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষিভবনের লাইব্রেরীতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষি ভবনে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' -এর পরিদর্শন বহিতে মন্তব্য লিখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

সম্পাদনা পরিষদ : মোঃ নূর নবী সরদার, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) - আহবায়ক
মোঃ ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) - সদস্য
মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) - সদস্য
মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং) - সদস্য
রিপন কুমার মন্ডল, ব্যবস্থাপক (বিপণন/এএসসি) - সদস্য
মোঃ জুলফিকার আলী, জনসংযোগ কর্মকর্তা - সদস্য
তাহমিনা বেগম, যুগ্মপ্রধান (মনিটরিং) - সদস্য সচিব

সহযোগিতায় : মোঃ জান্নাতুল মিয়া, কম্পিউটার প্রোগ্রামার

কম্পোজ : রিমা পারভীন, সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশনায় : মনিটরিং বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

মুদ্রণে : সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
যোগাযোগ: ০১৬৮৫-৪৭৪৫১৭

মুখবন্ধ

কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি এবং জীবন-জীবিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতাত্তোর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশের কৃষি ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের মাধ্যমে ধারাবাহিক সফলতা লাভ করে চলেছে। বিএডিসি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ: মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার ও সেচ সুবিধা যথাসময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের কৃষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিএডিসি ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত অতি উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত/ সরবরাহকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে আসছে। সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিএডিসি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এর ফলে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, শস্যবহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা, সেচের পানির চাহিদা ও সহজলভ্যতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শস্য বিন্যাসেও পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বিএডিসি সচেষ্ট রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচনসহ কৃষির উন্নয়নে বিএডিসি'র প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ডকে আরো অর্থবহ করে তুলতে বিএডিসি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রম সফল হলে তা এ দেশের কৃষি উন্নয়নের গতিকে নিঃসন্দেহে আরো ত্বরান্বিত করবে। বিএডিসি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করছে। উক্ত তিন প্রকার নন-নাইট্রোজেনাস সার দেশব্যাপী সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। বিএডিসি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কখনও সার সংকট দেখা যায় নি। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে ইতোমধ্যে বিএডিসি'র অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম/সেবার আওতা ও পরিধি এবং ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিএডিসিতে প্রায় শতভাগ ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একই সাথে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএডিসি ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি এডিপিভুক্ত ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত ২০টি কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রায় শতভাগ সফল এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাদের সহযোগিতা, মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

সূচিপত্র

		মুখবন্ধ	
		নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
অধ্যায়-১			
	১.	পরিচিতি	৯
	২.	রূপকল্প (Vision)	৯
	৩.	অভিলক্ষ্য (Mission)	৯
	৪.	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৯
	৫.	প্রধান কার্যাবলী	৯
	৬.	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	১০
	৭.	বিএডিসি পরিচালনা পর্ষদ	১০
	৮.	প্রশাসন উইং	১০
	৯.	অর্থ উইং	১০
	১০.	নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	১০
	১১.	চিকিৎসা কেন্দ্র	১১
	১২.	ডে-কেয়ার সেন্টার	১১
	১৩.	অডিট আপত্তি	১১
	১৪.	গবেষণা কার্যক্রম	১১
অধ্যায়-২		**বীজ ও উদ্যান উইং**	
	১.	২০১৮-১৯ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক বীজ উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ	১৩
	২.	বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ নেটওয়ার্ক	১৪
		ফসল সাব-সেক্টর : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি	১৫
	১.	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৫
	২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭
	৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	১৯
	৪.	পাট বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২১
	৫.	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	২৩
	৬.	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২৫
	৭.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	২৬
	৮.	ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি	২৮
		ফসল সাব-সেক্টর : এডিপিভুক্ত প্রকল্প	
	১.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৩০
	২.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩
	৩.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	৩৬
	৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩৮
	৫.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৪০
	৬.	প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৪৩
	৭.	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	৪৪
	৮.	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫

অধ্যায়-৩		**ক্ষুদ্রসেচ উইং**	
		সেচ সাব-সেক্টর: রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি	৪৭
	১.	নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৮
	২.	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৯
	৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫১
	৪.	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫২
	৫.	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৩
	৬.	বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৫৪
	৭.	নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৫
	৮.	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৫৬
	৯.	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি	৫৭
	১০.	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৮
	১১.	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	৫৯
	১২.	সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি	৬০
		সেচ সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৬১
	১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্প-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৬১
	২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৬৫
	৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬
	৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	৬৮
	৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৬৯
	৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭১
	৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	৭৩
	৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৪
	৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৬
	১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৭৭
	১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৮০
	১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৮১
	১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮২
	১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৮৪
	১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	৮৫
	১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৮৮
অধ্যায়-৪		**সার ব্যবস্থাপনা উইং**	৯০
অধ্যায়-৫	১.	**অর্থায়ন**	৯১
	২.	পরিশিষ্ট-ক: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	৯২
	৩.	পরিশিষ্ট-খ: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	৯৩
	৪.	পরিশিষ্ট-গ: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচি সমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	৯৪
	৫.	পরিশিষ্ট-ঘ: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	৯৪-৯৫

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টির যোগান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের জিডিপিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, দেশের চাহিদার প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থানের যোগান দিচ্ছে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত অপরিহার্য বিষয়গুলোর সাথে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ভোগ্যপণ্যের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার ভোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক পণ্যের প্রধান উৎস কৃষি। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা একান্ত অপরিহার্য। দেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানসম্পন্ন বীজ, সার ও আধুনিক সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান কৃষি-বান্ধব সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে বিএডিসি'র কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি সারাদেশে ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পাট, ডাল ও তৈলবীজ এর সর্বমোট প্রায় ১.৪০ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৩৩৫.৫০ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.১৩ লক্ষ মে.টন শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৪টি প্রকল্প এবং ২০টি কর্মসূচি/ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৫৮০.৭৫ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৫৭৭.৯৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৫২%। কার্যক্রম/ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৭৩.৮৫ কোটি টাকা; ব্যয় হয়েছে ১৭৩.৫৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৮৩%। সেচ সরবরাহ ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৬টি প্রকল্প ও ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২১,৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ, ৫৬০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ২৪ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ, ৫৩০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ সেচনালা, ২টি রাবার ড্যাম (০১টি চলমান), ১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ৭৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ২৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ৩৭৫টি সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ণ, ৩৮০টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১৫টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, ২৯টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৪টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৫টি ফুল ও সবজির পলি হাউজ নির্মাণ, ৮৪,৮০০ মিঃ ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ, ২১টি ভবন মেরামত/সংস্কার ও ৪৮০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ৩.১৫ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৩.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টনসহ সর্বমোট ১১.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ৪.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ৪.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ২.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টনসহ সর্বমোট ১১.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন সার বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে ৬টি বীজ গুদাম ও ১০টি ট্রানজিট বীজ গুদাম (প্রতিটি ১০০ থেকে ২৫০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসিতে ৫৫৫ জনকে নিয়োগ/আত্তীকরণ, ৪৯ জন কর্মকর্তা ও ৬৯ জন কর্মচারী মোট ১১৮ জনকে পদোন্নতি, ৫১২ জনকে অভ্যন্তরীণ, ১১৬০ জনকে ইন-হাউজ ও ২৬ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৮৩১৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ২৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১৩৭৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

একটি গবেষণা সেল গঠন করে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএডিসি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গবেষণা সেলের মাধ্যমে ০৭টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে ইতোমধ্যে বিএডিসি'র অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম/সেবার আওতা ও পরিধি এবং ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিএডিসিতে প্রায় শতভাগ ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একইসাথে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএডিসি ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিএডিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রথম/ দ্বিতীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ দশের মধ্যে অবস্থান করছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি জাতীয় সবজি মেলা-২০১৯, জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা-২০১৯, জাতীয় বীজ মেলা-২০১৯ ও জাতীয় বৃক্ষ মেলা ২০১৯ -এ প্রথম পুরস্কার এবং জাতীয় ফল-প্রদর্শনী মেলা-২০১৯ -এ দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

বর্তমানে বিএডিসি'র কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএডিসি নিরাপদ সবজি, ফুল ও ফলের চারা/ গুটি/ কলম উৎপাদনে নেট হাউজ ও পলি হাউজ এবং হাইড্রোপনিক্সের মত আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। তাছাড়া ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে

জৈব (ভার্মি কম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট) ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সবজি ও ফুল/ ফলের চারা ও গুটি কলম উৎপাদন করছে। বহুমুখী কার্যক্রম সম্বলিত এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া শীঘ্রই বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে চায় বিএডিসি। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে বিএডিসি।

অধ্যায়-১

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১. পরিচিতি

কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭নং অধ্যাদেশবলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত ।

২. রূপকল্প (Vision): মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

১. উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি;
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Functions):

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মত নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ;
৩. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
৪. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
৫. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৬. উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাক-সবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
৭. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ;
৮. খালনালা পুন:খনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি;
৯. ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃজনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:

বিএডিসি'র কার্যক্রম ৫টি উইং যথা: প্রশাসন উইং, অর্থ উইং, বীজ ও উদ্যান উইং, ক্ষুদ্রসেচ উইং এবং সার ব্যবস্থাপনা উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএডিসিকে পুনর্গঠন করত জনবল ৬৮০০ জনে নির্ধারণ করা হয়। পুনর্গঠিত জনবল কাঠামোতে ১৭০০ পদ ১-১০ গ্রেডভুক্ত এবং ৫১০০ পদ ১১-২০ গ্রেডভুক্ত। বিএডিসিতে ৬৮০০ জনবলের মধ্যে বর্তমানে ৩৬৬৬ জন কর্মরত রয়েছেন এবং ৩১৩৪টি পদ শূন্য রয়েছে।

৭. বিএডিসি'র পরিচালনা পর্ষদ:

পরিচলনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে;

ক) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতি হবেন;
খ) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর;
গ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;
ঘ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;
ঙ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
ছ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
জ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন অন্যূন যুগ্ম-সচিব;
ঝ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের একজন অন্যূন যুগ্ম-সচিব;
ঞ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উক্ত বোর্ডের একজন সদস্য;
ট) কর্পোরেশনের ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক; এবং
ঠ) কর্পোরেশনের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিব হবেন।

৮. প্রশাসন উইং:

বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পৃথক প্রশাসন উইং রয়েছে। এ উইং এর মাধ্যমে বিএডিসি'র প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ, উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন, ক্রয় কার্যক্রম, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম, বদলি, পদায়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, তদন্ত, আইনী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। কর্পোরেশনের স্বার্থে এটি সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বিদেশি এজেন্সি'র সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। প্রশাসন উইং এর প্রধান চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা, মনিটরিং (আইসিটি সেলসহ), তদন্ত এবং ক্রয় বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া সংস্থাপন, নিয়োগ ও কল্যাণ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, জনসংযোগ, আইন, সাধারণ পরিচর্যা, সমন্বয়, চিকিৎসা কেন্দ্র, ডে-কেয়ার সেন্টার ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচিব, বিএডিসি'র মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৯. অর্থ উইং:

অর্থ, হিসাব ও অডিট বিভাগ নিয়ে অর্থ উইং গঠিত। সকল আর্থিক হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী এ উইং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থ বিভাগ সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, প্রক্ষেপণ ও বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র বিভিন্ন উইং, বিভাগ/ শাখার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ; আনুতোষিক, ছুটিনগদীকরণ ও অন্যান্য সকল বিলের পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মঞ্জুরী প্রদান এবং সংস্থার অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। হিসাব বিভাগ সংস্থার সকল বিভাগের আওতায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রকল্পের বিল ভাউচার পাশ ও পরিশোধ, সব ধরনের হিসাব সংরক্ষণ, খরচের সঠিকতা যাচাই ও আনুতোষিক, প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলসহ সকল তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়াও সংস্থার সকল প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃঅডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ ছাড়করণের জন্য মহাহিসাবরক্ষকের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং আর্থিক বিধি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। সংস্থার চলমান অডিট কার্যক্রম পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ অডিট কর্মসূচি প্রণয়ন, অডিট কার্য সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রদান; অডিট আপত্তি মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; পিএ কমিটি/ বহিঃঅডিট/ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান এবং বোর্ড সভায় অর্থ আত্মসাৎ ও গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়গুলো তুলে ধরাসহ অডিট বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

১০. নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসিতে ৫৫৫ জনকে নিয়োগ/আত্তীকরণ, ৪৯ জন কর্মকর্তা ও ৬৯ জন কর্মচারী মোট ১১৮ জনকে পদোন্নতি, ৫১২ জনকে অভ্যন্তরীণ, ১১৬০ জনকে ইন-হাউজ ও ২৬ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ২৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১৩৭৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসি দুই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে, যেমন:
ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ; এবং
খ. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য টাঙ্গাইলের মধুপুরে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকদের উপযুক্ত বাসস্থান সুবিধাসহ এটিকে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিকে বিএডিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা অধ্যক্ষের ওপর ন্যস্ত এবং তাঁকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য একজন উপাধ্যক্ষ ও চারজন প্রশিক্ষক রয়েছেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত তিন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে, যা নিম্নরূপ:

- নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রিফ্রেশার্স কোর্স;
- স্বল্পমেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণ।

১১. চিকিৎসা কেন্দ্র:
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,৩১৪ জনকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্টাফ কোয়ার্টারে ৩৩০ জনকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে।

১২. ডে-কেয়ার সেন্টার:
বিএডিসি'র চিকিৎসা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬জন শিশু ডে-কেয়ার সেন্টারে নিয়মিতভাবে অবস্থান করছে। মাসিক ৭০০ টাকার বিনিময়ে বিএডিসি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেবা পাচ্ছেন।

১৩. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৭	৮
বিএডিসি	৯০৯০	৩১১	৯৪০১	৫৮৫	৮৮১৬

১৪. গবেষণা কার্যক্রম
বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের উদ্যোগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে বিএডিসিতে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিএডিসি অর্ডিন্যান্সে গবেষণার ম্যান্ডেট থাকলেও দীর্ঘদিন বিএডিসিতে গবেষণা কার্যক্রম অনুপস্থিত ছিল। বিগত ২০১৮ সালে পাশকৃত বিএডিসি আইনে বিএডিসিকে সকল প্রকার গবেষণার ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে। আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮ ধারায় 'কৃষি গবেষণার মাধমে লাগসই ও টেকসই কারিগরি কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন, নির্বাচন, প্রবর্তন এবং কর্পোরেশন এর নামে ছাড়করণ' এবং ১০ নং ধারায় 'সেচযন্ত্র, সেচ এলাকা, পানি সম্পদ, পানির গুণাগুণ, স্তর ও প্রাপ্যতার জরিপ পরিচালনা এবং সমীক্ষা, গবেষণা পরীক্ষা ও ডাটা ব্যাংক তৈরি' বিষয়ে সরাসরি গবেষণার কথা বলা আছে। তাছাড়া হাইব্রিড বীজ উৎপাদন, ব্রিডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন, টেকসই সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বীজ পরীক্ষণ, বাজার জরিপ, সাশ্রয়ী টেকসই সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত গবেষণা করা প্রয়োজন। এসকল বিবেচনায় বিএডিসিতে একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংস্থায় কর্মরত কৃষি বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিম্নলিখিত ৭টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

1. Purification of Rice Research Project.
2. Seed Quality Determination Research Project.
3. Standardization of Sieve Sizes Research Project.
4. Assessment of Irrigation Efficiency Research Project
5. Seed Demand Assessment Research Project.
6. Year-Round Mango Production Research Project
7. Rainwater Banking Research Project.

উক্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হলে নিম্নবর্ণিত ফলাফল পাওয়া যাবে:

(১) স্বল্প জীবনকালবিশিষ্ট (Short duration) স্থানীয় আউশ ও আমন ধানের বিশুদ্ধ কালটিভার পাওয়া যাবে এবং উক্ত কালটিভারের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এতে ফলন বৃদ্ধি পাবে;

(২) প্রতিকূলতাসহিষ্ণু ধান ও গমের জাতসমূহের বীজের গুণাগুণ নির্ধারণ ও উন্নয়ন করা যাবে;

(৩) গ্রেডিং মেশিনের চালনীর আকার সমন্বয় করে কৃষকের ধানের বীজ গ্রেডিং এর ক্ষেত্রে বীজের অপচয় কমানো যাবে। ফলে কৃষকের বীজের সাশ্রয় হবে;

(৪) উপকূলীয় অঞ্চলের সেচ দক্ষতা জানা যাবে, যার ফলে সেচের অপচয় রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে;

(৫) কৃষক পর্যায়ে গুণগত বীজের চাহিদা নিরুপন সম্ভব হবে;

(৬) সারাবছর মেয়াদি আম উৎপাদন প্রযুক্তি জানা যাবে;

(৭) লবণাক্ত এলাকায় বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে প্রবেশের মাধ্যমে লবণমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে।

বিএডিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে উচ্চফলনশীল স্বল্পকালীন ধানের (কানিহাতি, উচ্চফলনশীল এবং /অথবা পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনে সক্ষম কতিপয় জাত যেমন: পাক্কারাই সরিষা, সুগন্ধি সোনামুগ, কেগরনাটকি বরবটি, জুমলং চিচিংগা, কপি পালং, গজকরলা, থাইশরিফা, কাশিমপুরি পেপে, জাবটিকাবা, এভোকাডো, কাশ্মিরি কুল, বিচি ছাড়া পেয়ারা, মিশরীয় ডুমুর ইত্যাদি ফলের জাত ছাড়করণের/ নিবন্ধনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া বীজের গুণাগুণ রক্ষার্থে বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পরিমিত সেচ ব্যবহারের কৌশল উদ্ভাবন, বাজার ব্যবস্থাপনা জরিপ ইত্যাদি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অধ্যায় - ২

বীজ ও উদ্যান উইং

মানসম্মত বীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বিএডিসি সারা দেশে ২৪টি দানাশস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৮০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১. ২০১৮-১৯ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ও বিতরণকৃত বীজের পরিমাণ

পরিমাণ: মে. টন

ক্র নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উৎপাদন	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিতরণ
১.	আউশ	২০২৯.০০	২২৩৩.২০	৩১০৮.৯৬
২.	আমন	২২১৬৯.০০	২১৯২৫.৩০	১৭৮০৯.৫৭
৩.	বোরো	৬৪৪৪৭.০০	৬৩০৯৭.০০	৬২৬৩৫.০৩
৪.	বোরো হাইব্রিড	৮৫৩.০০	৮৮৫.৪০	৭৯৩.৫৩
	মোট ধান বীজ	**৮৯৪৯৮.০০**	**৮৮১৪১.০০**	**৮৪৩৪৭.১১**
৫.	গম	১৫০২৮.৩০	১২০০৭.০০	১৭৯৫৮.১৬
৬.	ভূট্টা	১১১.০০	৮২.০০	১৩.৭৮
	মোট দানাশস্য বীজ	**১০৪৬৩৭.৩০**	**১০০২৩০.৭০**	**১০২৩১৯.০৬**
৭.	আলু বীজ	৩৫৫১০.৩০	৩৪৯৯২.৭০	৩১৬৪৯.২৬
৮.	ডাল বীজ	২৩১৩.৫০	২২৭৯.৬০	২১২৮.৯২
৯.	তৈল বীজ	১৬৭৯.২০	১৬৩৬.৪০	১২১০.৩০
১০.	পাট বীজ	৪৩৭.০০	২৯৩.৩০	৩৫২.৩৯
১১.	সবজি বীজ (শীত, গ্রীষ্ম)	১০২.৬০	৮২.৮০	৬৭.৭২
১২.	মসলা বীজ	২০৫.০০	২০৫.০০	১৯৯.৪১
	সর্বমোট	**১,৪৪,৮৮৪.৯০**	**১৩৯৭২০.৬০**	**১৩৭৯২৭.১১**

২. বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক

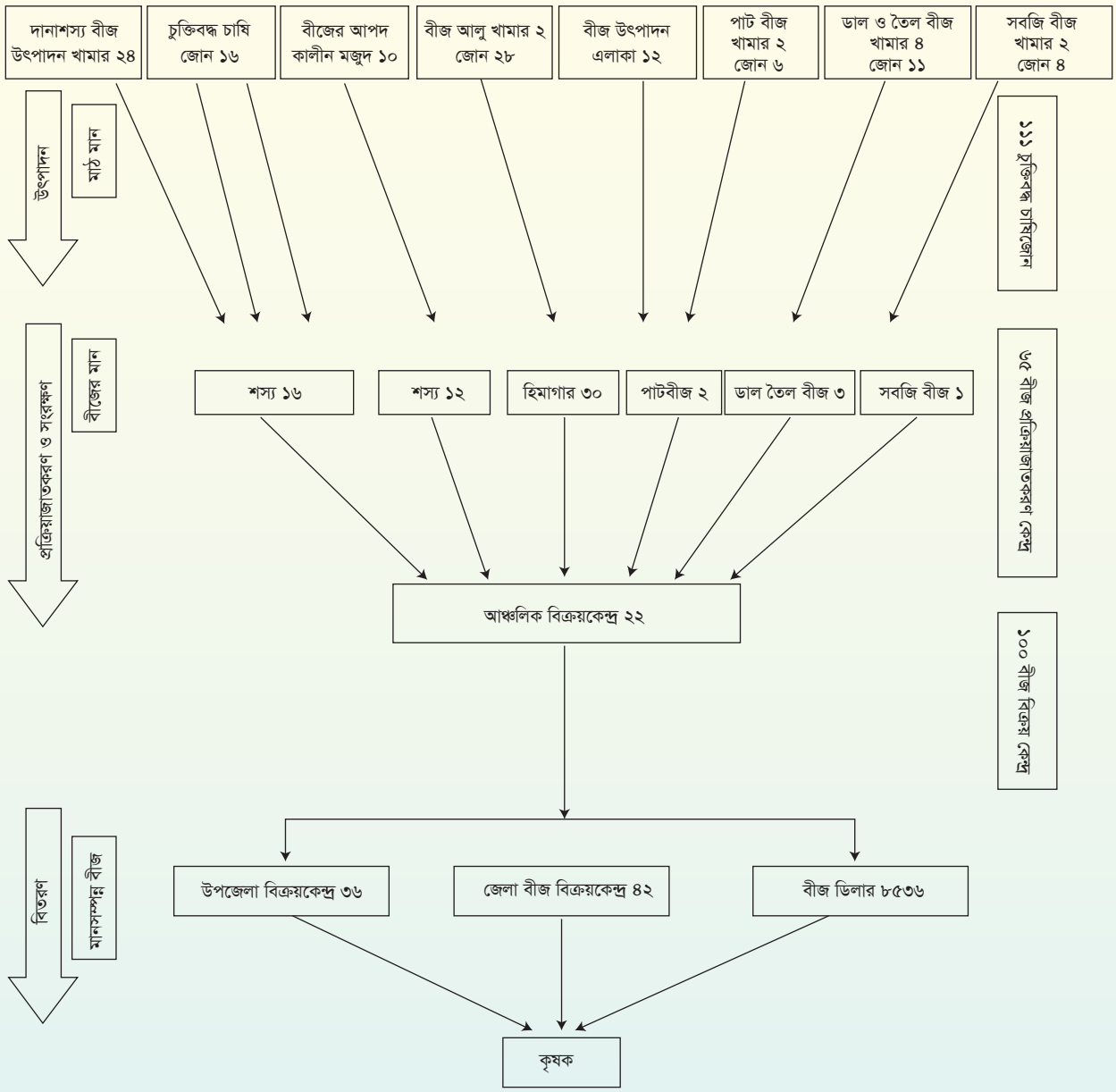

ফসল সাব সেক্টর: রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি

বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর মাধ্যমে ৭টি কার্যক্রম ও ০১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৮টি বীজ কর্মসূচি/কার্যক্রমের অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৩০.৯৫ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৩০.৯৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১০০%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ৭টি কার্যক্রম ও ০১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম;
৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
৬. জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
৭. এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম;
৮. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি।

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রজনন বীজ ও ভিত্তি বীজ স্টেজ-১ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগঠিত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তি বীজ সহজলভ্যকরণ।

বিএডিসি'র মধুপুর খামারে ধানের বীজতলা

কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ফসল কর্তন

১.২. কার্যক্রম এলাকা (৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর
	টাংগাইল	মধুপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	রাজবাড়ী	পাংশা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা
	নেত্রকোণা	নেত্রকোনা সদর
রাজশাহী	পাবনা	আটঘরিয়া
রংপুর	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী	ফেনী সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
		ঝিনাইদহ সদর
	চুয়াডাংগা	জীবননগর
		চুয়াডাংগা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	পটুয়াখালী	দশমিনা

১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯

১.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

পরিমাণ: মে. টন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	১০৯৬.০০	১০৯৬.০০	১১০২.৪৫	১০১
আউশ (নেরিকা)	১০০.০০	১০০.০০	৯৫.০৮	৯৫
আমন	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০	৩৫৫৩.৯৯	৯৬
আমন (নেরিকা)	২১০.০০	২১০.০০	১৯১.৬৩	৯১
বোরো	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৩৭৯৩.০০	৯৭
বোরো (নেরিকা)	৫০.০০	৫০.০০	৪১.০০	৮২
হাইব্রিড ধান	৮৭০.০০	৮৭০.০০	৮৮৬.৬৫	১০২
আলু	১৪৪০.০০	১৪৪০.০০	১৭৩৬.৯০	১২১
গম	১৭০.০০	১৭০.০০	২৮৬.৯৯	১৬৯
অন্যান্য	১০.০০	১০.০০	১৬.২০	১৬২
মোট	**১১৫৪৬.০০**	**১১৫৪৬.০০**	**১১৭০৩.৮৯**	**১০১**

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- বিএডিসি'র খামার হতে ভিত্তিবীজ সংগ্রহ এবং কৃষি গবেষণা হতে প্রাপ্ত প্রজনন বীজ থেকে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের মাধ্যমে ভিত্তি-১ বীজ উৎপাদনপূর্বক তা থেকে ভিত্তি (স্টেজ-২)/ প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও উৎপাদিত বীজ সংগ্রহপূর্বক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা, যা পরবর্তী বছর/ মৌসুমে চাষি পর্যায়ে বীজ বা ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে;
- হাইব্রিড ধান/ ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলাকায় বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সময়মত প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তাকরণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের মাঠ

২.২. কার্যক্রম এলাকা (৮টি বিভাগ, ৩৩টি জেলা)

বিভাগ	জেলা
ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী, কক্সবাজার, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম
খুলনা	ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা, মেহেরপুর ও যশোর
বরিশাল	বরিশাল
সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
রাজশাহী	পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া
রংপুর	নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়

২.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯
২.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
২.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
২.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৬৪৯.৯৯ লক্ষ টাকা
২.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬৪৯.৯৯ লক্ষ টাকা
২.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

পরিমাণ: মে. টন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	৫৭৬.০০	৫৭৬.০০	৭৬৯.০০	১৩৪
আমন	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৩০.০০	৯৯
বোরো	৩৩৭৯১.০০	৩৩৭৯১.০০	৩৩৭৯১.০০	১০০
গম	৭৪৬৩.০০	৭৪৬৩.০০	৭৪৯৪.০০	১০০
মোট	**৫১৮৩০.০০**	**৫১৮৩০.০০**	**৫১৯৫৪.০০**	**১০০**

২.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরণ (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
চাষি প্রশিক্ষণ	চাষি	১৪৪০ জন	১৪৪০ জন	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	১২০ জন	১২০ জন	১০০

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্প/ কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মৌসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তিবীজ সরবরাহ;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করা;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বীজ প্রযুক্তির ওপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা।

বিএডিসি'র মধুপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে অটো সিড প্রসেসিং প্লান্ট

৩.২. কার্যক্রম এলাকা (৭টি বিভাগ, ১৫টি জেলা, ১৫টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা সদর
	টাংগাইল	মধুপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
	পাবনা	পাবনা সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
খুলনা	চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা সদর
	যশোর	যশোর সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর

৩.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯
৩.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কাজঃ

পরিমাণঃ মেঃটন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	১৮৯৮.০০	১৮৯৮.০০	২২৩৩.২৭	১১৭
আমন	১৪৩২৮.০০	১৪৩২৮.০০	১৪৩৩২.২৫	১০০
বোরো	৪০৩৭৪.৯৭	৪০৩৭৪.৯৭	৩৯১১৮.১০	৯৬
গম	৯৪৩৭.৮৬	৯৪৩৭.৮৬	৭১৯৭.৮৫	৭৬
মোট	**৬৬০৩৮.৮২**	**৬৬০৩৮.৮২**	**৬২৮৮১.৪৮**	**৯৫**

৩.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
ধান ও গম বীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস	কৃষক	১৮০	৯০	৫০

মধুপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিন

৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তিবীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তিবীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাট বীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নত জাতের ভিত্তি বীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উন্নত জাতের পাট বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

বিএডিসি'র খামারে পাটবীজের আবাদ

৪.২. কার্যক্রম এলাকা (৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	সাভার, ধামরাই
	টাংগাইল	টাংগাইল সদর, মির্জাপুর, কালিহাতি, ভূয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, ঘিওর, সাটুরিয়া ও সিংগাইর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর, পুটিয়া
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, কানসাট
	নাটোর	নাটোর সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	পীরগাছা, মিঠাপুকুর, গোবিন্দগঞ্জ
খুলনা	যশোর	যশোর সদর, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, মহেশপুর, কোর্টচাঁদপুর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
	চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা সদর, জীবননগর
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, মিরপুর

৪.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯
৪.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৪.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কাজঃ

পরিমাণঃ মেঃটন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
পাট বীজ	৪৩৭.৬০	৪৩৭.৬০	২৯৩.১৩	৬৭
আউশ	১৫০.০০	১৯৫.০০	১৯৬.১২	১০১
আমন	৩০১.০০	৪১১.০০	৪১১.৬৭	১০১
বোরো	৪৯৮.৪০	৫১৬.৭০	৫০০.০০	৯৭
গম	৩২৪.০০	৩৩৮.০০	৩৩৫.২৮	৯৯
আলু	১০২১.৭৯	১০৫০.০০	১০২২.৫০	৯৭
মোট	**২৭৩২.৭৯**	**২৯৪৭.৬০**	**২৭৫৮.৭০**	**৯৩.৫৯**

৪.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদিঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
চাষি প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০ জন	৬০০ জন	১০০

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

বোরো বীজ ফসলের মাঠ

৫.২. কার্যক্রম এলাকা (৭টি বিভাগ, ২১টি জেলা, ৫৮টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাংগাইল	টাংগাইল সদর, ধনবাড়ি, গোপালপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, দেলদুয়ার
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর
	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল
	শেরপুর	শেরপুর সদর
	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জ
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, নাসিরনগর
খুলনা	যশোর	যশোর সদর, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, সারসা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
	মাগুরা	মোহাম্মদপুর
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা সদর, আলফাডাঙ্গা, জীবননগর, দামুড়হুদা
রংপুর	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাংগী, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল
	পঞ্চগড়	বোদা, আটোয়ারী
বরিশাল	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর
	বরিশাল	বরিশাল সদর, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, আগৈলঝড়া, উজিরপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, বাউফল, দশমিনা
	বরগুনা	আমতলী

৫.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯

৫.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৫.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

পরিমাণ: মেঃটন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আমন	২০০০	১৯৮০	১৯৮০	১০০
বোরো	৫৫০০	৫০৫১	৫০০০	৯৯
গম	১৯০০	১৪১১	১৪১১	১০০
মোট	৯৪০০	৮৪৪২	৮৩৯১	৯৯.৭

৫.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০ জন	৬০০ জন	১০০

৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা

মেহেরপুর সবজি বীজ খামারে উৎপাদিত শিম

৬.২. কার্যক্রম এলাকা (৪টি বিভাগ, ৫টি জেলা, ৫টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা মেট্রোপলিটন
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর

৬.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯
৬.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৬.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

পরিমাণ: মেঃটন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
শীতকালীন সবজি বীজ	৫২.৫৬	৫২.৫৬	৫৮.৩৬	১১১
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৫০.০০	৫০.০০	২৮.৩৫	৫৭
পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ	২০৫.০০	২০৫.০০	২০৫.০০	১০০
আলু, ধান ও ধৈঞ্চা বীজ	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১০০
মোট	৪৬৭.৫৬	৪৬৭.৫৬	৪৫১.৭১	৯৭

৬.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	২৪০ জন	২৪০ জন	১০০

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাক সবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলজ, বনজ, ও ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সরবরাহসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাকসবজি, ফল, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাছাড়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের ওপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া।

বান্দরবান এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে উৎপাদিত কফির চারা

৭.২. কার্যক্রম এলাকা (৭টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ৪৮টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর
	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	রংপুর সদর, মিঠাপুকুর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদর, রুয়ংছড়ি
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, দৌলতপুর, দীঘলিয়া, রূপসা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর, চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাংগা
বরিশাল	বরিশাল	লাকুটিয়া, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, বাউফল, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা
	বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী, বামনা, আমতলী, পাথরঘাটা

৭.৩	কার্যক্রমের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০১৯
৭.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

দিনাজপুর এগ্রো সার্ভিস সেন্টার প্রদর্শনী খামারে উৎপাদিত রাম্বুটান

৭.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কাজঃ

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
সবজি (মে. টন)	৫১৯০০	৫১৯০০	৫১৯৫৯	১০০
মসলা (মে. টন)	৫৫০	৫৫০	৫৬৪	১০০
ফলমূল(মে. টন)	২৫৫০	২৫৫০	২৫৫৫	১০০
মোট (সবজি, মসলা, ফলমূল)	**৫৫০০০**	**৫৫০০০**	**৫৫০৭৯**	**১০০**
সবজি চারা (সংখ্যা)	৩৫২০৪৫০	৩৫২০৪৫০	৩৫২০৭৭০	১০০
ফুলের চারা (সংখ্যা)	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০১৩৫	১০০
চারা/কলম (সংখ্যা)	৩৮২৯৫৫০	৩৮২৯৫৫০	৩৮২৯৯১০	১০০
নারিকেল চারা (সংখ্যা)	২৫০০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০	১০০
মোট (সংখ্যা)	**৮০০০০০০**	**৮০০০০০০**	**৮০০০৮১৫**	**১০০**

৭.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদন কৌশল	কৃষক	৪২০০ জন	৪২০০ জন	১০০

৭.১১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
সেমিনার	উপপরিচালক ও উপসহকারী পরিচালক	২৭ জন	২৭ জন	১০০

৮. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- স্বল্প সময়ে ফলদানকারী ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন (Dua X iem X anh) এবং সিয়াম ব্লু (Dua X iem X Luc) জাতের নারিকেল বাগান স্থাপন;
- স্থাপনকৃত ফলবাগান থেকে উৎপাদিত নারিকেল বীজ থেকে চারা উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ;
- স্বল্প সময়ে নারিকেল উৎপাদনপূর্বক চাষির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন;
- স্বল্প সময়ে উন্নত মানের নারিকেল উৎপাদনপূর্বক গ্রামীণ সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ ও খাদ্যাভাস পরিবর্তন।

ভিয়েতনামী খাটো জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান

৮.২. কর্মসূচি এলাকা (৮টি বিভাগ, ২৫টি জেলা, ৩২টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা
	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
	নীলফামারী	ডোমার
	কুড়িগ্রাম	সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর, আটঘড়িয়া
	বগুড়া	বগুড়া সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	হবিগঞ্জ	ইটাখোলা
ঢাকা	গাজীপুর	কাশিমপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া
	বান্দরবান	লামা, বান্দরবান সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
	ফেনী	ফেনী সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর, পাইকগাছা
	যশোর	যশোর সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
বরিশাল	বরিশাল	লাকুটিয়া, বাবুগঞ্জ
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর
	বরগুনা	বরগুনা সদর

৮.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০

৮.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৩১১.৭৬ লক্ষ টাকা

৮.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৯৫.৫২ লক্ষ টাকা

৮.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৯৫.৫২ লক্ষ টাকা

৮.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৯৫.৫২ লক্ষ টাকা

৮.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৮.৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অর্জন (সংখ্যা)	
৪২টি খামার /কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত মাতৃবাগানের আন্তঃপরিচর্যা	৫০০০০	৫০০০	৫০০০	১০০

ফসল সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ফসল সাব-সেক্টরে ০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৮৪.৩৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৮৩.৩৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৪৮%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং কর্তৃক নিম্নোক্ত ০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প;
২. ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প;
৩. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ);
৪. বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প;
৫. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;
৬. প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
৭. চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প;
৮. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

৯. ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- গুণগত মানসম্পন্ন ১৬,৫০০ মে.টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ;
- ডাল ও তৈল বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;
- ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা;
- ডাল ও তৈল বীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

বরিশাল কঃগ্রোঃ জোনে সূর্যমুখী বীজ ফসলের মাঠ

টাংগাইল কঃগ্রোঃ জোনে তিল বীজ ফসলের মাঠ

৯.২ প্রকল্প এলাকা (৭টি বিভাগ, ৪৭টি জেলা, ১৪২টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম সদর,
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	পঞ্চগড়	বোদা, দেবিগঞ্জ, তেতুলিয়া
	রংপুর	বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, পীরগঞ্জ
রাজশাহী	বগুড়া	নন্দীগ্রাম
	নওগাঁ	মান্দা
	নাটোর	লালপুর, নাটোর সদর, বরাইগ্রাম
	রাজশাহী	বাঘা, চারঘাট, গোদাগাড়ী, পবা, পুঠিয়া, তানোর, রাজপাড়া
	নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ সদর
	পাবনা	আতাইকুলা, আটঘরিয়া, বেড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাথিয়া, সুজানগর
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ি, বকশীগঞ্জ,
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা
	শেরপুর	নকলা, শেরপুর সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব, পাকুন্দিয়া
	ঢাকা	ধামরাই
	টাঙ্গাইল	বাসাইল, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, নাগরপুর, সখিপুর, টাঙ্গাইল সদর
	গাজীপুর	কাপাসিয়া, শ্রীপুর
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, রূপগঞ্জ
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারী, মধুখালী, নগরকান্দা, সদরপুর
	শরীয়তপুর	জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, দামুদ্যা, গোসাইরহাট, নড়িয়া
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, কালকিনী
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ি সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	বি-বাড়িয়া	আশুগঞ্জ, নাসিরনগর, সরাইল, আখাউড়া, বাঞ্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নবীনগর
	কুমিল্লা	চান্দিনা, দাউদকান্দি, মুরাদনগর
	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী
	চাঁদপুর	হাইমচর
	কক্সবাজার	চকোরিয়া
	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, কবিরহাট, সুবর্ণচর
	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর, লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ
	চট্টগ্রাম	মিরসরাই, লোহাগড়া, আনোয়ারা
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া, বাটিয়াঘাটা
	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, কোর্টচাদপুর, মহেশপুর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুরহুদা
	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
বরিশাল	বরিশাল	হিজলা, বরিশাল সদর
	বরগুনা	আমতলী, বামনা
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, নলছিটি
	ভোলা	ভোলা সদর
	পটুয়াখালী	দশমিনা, পটুয়াখালী সদর

৯.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৫৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা

৯.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

৯.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

৯.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৯৮৮.৬৪ লক্ষ টাকা

৯.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভিত্তি বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭১০	১৪৪	১৪৪	১০০
বীজ ক্রয়	মে. টন	১৬৭৯০	৩৭২০	৩৭২০	১০০
বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন (২০০ কেভিএ)	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর (১০০ কেভিএ)	সংখ্যা	১	১	১	১০০
প্লাস্টিক/ কাঠের ডানেজ	সংখ্যা	১০০০	৩১০	৩১০	১০০
অফিস কাম গ্যারেজ	ব. মি.	৭৮০	১৭০	১৭০	১০০
গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কক্ষ	ব. মি.	৭২০	৪১০	৪১০	১০০
বীজ গুদাম নির্মাণ	ব. মি.	১৫৫০	৪০০	৪০০	১০০
ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ	ব. মি.	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	১৯৮০	৫৮০	৫৮০	১০০

৯.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ	কৃষক	৭৫০	৭৫০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৪০	৪০	১০০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৮	৮	১০০

১০. ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প - ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন এবং সংগ্রহ;
- সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষি পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রনে সেবা প্রদান।

বগুড়া বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে ভুট্টা বীজ উৎপাদন স্কিম

১০.২ প্রকল্প এলাকা (৬টি বিভাগ, ৩৫টি জেলা, ১৬৬টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর, দেলদোয়ার, বাসাইল, সখিপুর
	নরসিংদী	মনোহরদী, পলাশ
	ঢাকা	ধামরাই
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, ইটনা, মিঠামঈন, অষ্টগ্রাম, নিকলী, বাজিতপুর, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, ভৈরব
ময়মনসিংহ	শেরপুর	শেরপুর সদর, নকলা
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ফুলপুর, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, গফরগাঁও, ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, নান্দাইল, তারাকান্দা
	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশিগঞ্জ, সরিষাবাড়ি
	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, আটপাড়া, কেন্দুয়া, মদন, খালিয়াজুড়ী, পূর্বধলা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা
রংপুর	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট, বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ
	রংপুর	রংপুর সদর, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, তারাগঞ্জ, গঙ্গাচড়া
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, জলঢাকা
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, উলিপুর, চিলমারী, রাজারহাট, রৌমারী, রাজিবপুর
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী
	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গি, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, হরিপুর
	পঞ্চগড়	বোদা, আটোয়ারী
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, কালাই
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, রানীনগর
	বগুড়া	বগুড়া সদর, আদমদিঘী, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, শাহজাহানপুর, গাবতলী

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, কোম্পানিগঞ্জ, বিশ্বনাথ, গোপালগঞ্জ, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইঘাট, বিয়ানীবাজার, বালাগঞ্জ
	হবিগঞ্জ	বাহুবল, নবিগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রানীনগর, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া
	সুনামগঞ্জ	ছাতক, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, দাউদকান্দি
	লক্ষ্মীপুর	রামগতি, লক্ষ্মীপুর সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ
	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম, সোনাগাজী, দাগনভূইয়া
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা
	যশোর	শার্শা
	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, তালা, কলারোয়া, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনী
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর, ঝিনাইদহ সদর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর

১০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০
১০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩১১৮০.৬৭ লক্ষ টাকা
১০.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১০.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১০.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬৪৯৮.৭৯ লক্ষ টাকা
১০.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের গম বীজ উৎপাদন স্কিম

১০.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ	মে.টন	১৫০০০০	২৯৭৭৪	৩০৬০৯.৯২	১০২
কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৬১০	৪২০	৪২০	১০০
জার্মিনেটর	সংখ্যা	১২	৪	৪	১০০
সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার	সংখ্যা	১২	৪	৪	১০০
ফিউমিগেশন সিট	সংখ্যা	২৭০	১২০	১২০	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	১৫০০	৬০০	৬০০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	৭০০০	৩৫৪১	৩৫৪১	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রা. মি.	৪৮০০	১০০০	১০০০	১০০

১০.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	কর্মকর্তা	১০০	১০০	১০০
বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কলাকৌশল	কৃষক	৪২০	৪২০	১০০

১১. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় ও এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে অতিরিক্ত ২০০ মেঃটন ফল এবং ৪০০ মেঃটন সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪০০০ হেক্টর প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধিকরণ। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ১০ লক্ষ উন্নতমানের ফল, সবজি চারা, গুটি, কলম ও সবজি বীজ সরবরাহ করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ১৬৮০ জন যুবক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র দূরীকরণ;
- কৃষকদের মধ্যে ফল, ফুল, সবজি, অর্কিড, ঔষধী গাছের উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল গ্রাফট, গুটি চারা উৎপাদন এবং বিতরণ;
- টাটকা শাকসবজি, ফল এবং মসলার উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় পুষ্টি ঘাটতি হ্রাসকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্তকৃত নতুন উদ্যান জাতীয় ও অন্যান্য ফসলের বিভিন্ন জাতের বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

শীতকালিন চারা উৎপাদন কার্যক্রম

১১.২ প্রকল্প এলাকা (১টি বিভাগ, ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
	হবিগঞ্জ	মাধবপুর

১১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯

১১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা

১১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৫৮.০০ লক্ষ টাকা

১১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৫৬.৪৯ লক্ষ টাকা

১১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৫.২৫ লক্ষ টাকা

১১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	১৬৮০	৩৩৬	৩৩৬	১০০
এক্সপোজার ভিজিট	জন	২১	১৪	৭	৫০
বিনামূল্যে প্লান্ট মেটেরিয়াল (চারা, কলম/গুটি) বিতরণ	লক্ষ	১০.০০	২.০০	১.৯২	১০০
প্রদর্শনীর জন্য বীজ/কলম/চারা	টি পট	১০০	২০	২০	১০০
সবজি/ফল গাছের চারা, কলম উৎপাদন	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০

১১.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদিঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি কলাকৌশল, রোগ বালাই, উন্নতজাতের সবজি চাষ ইত্যাদি	কৃষক, মালি, মহিলা চাষি উদ্যোক্তা, বেসরকারি নার্সারির মালিক উদ্যোক্তা	৩৩৬	৩৩৬	১০০

প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত নারী প্রশিক্ষণ

১২. বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চ ফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মে.টন মানসম্পন্ন বীজের যোগান বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা;
- বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা; এবং
- বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

রংপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ১০ মে.টন ধারণক্ষমতার ট্রাক

১২.২ প্রকল্প এলাকা (৭টি বিভাগ, ৪৩টি জেলা, ৪৩টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা সিটি
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	রাজবাড়ী	পাংশা
ময়মনসিংহ	শেরপুর	শেরপুর সদর
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	জামালপুর	জামালপুর সদর
	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর
	নাটোর	নাটোর সদর
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর
	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	বরগুনা	বরগুনা সদর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
	সিলেট	সিলেট সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
	ফেনী	ফেনী সদর
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর
	যশোর	যশোর সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর

১২.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯

১২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা

১২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৪৪৭২.০০ লক্ষ টাকা

১২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৪৪৭২.০০ লক্ষ টাকা

১২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৪২৭.৭৯ লক্ষ টাকা

১২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
যানবাহন, খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
বীজ গুদাম মেরামত	সংখ্যা	৮০	৯	৯	১০০
অফিস ভবন মেরামত	সংখ্যা	৩১	৬	৬	১০০
সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি মেরামত	সংখ্যা	১৫	৩	৩	১০০
পরিদর্শন বাংলো মেরামত	সংখ্যা	১৪	২	২	১০০
ট্রাক সংগ্রহ	সংখ্যা	৫	৫	৫	১০০
ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১৫	৭	৭	১০০
অটো হিট সিলার	সংখ্যা	৪০	১০	১০	১০০
অটো সিড প্রসেসিং প্যান্ট	সংখ্যা	১	১	১	৯০
কম্পিউটার সংগ্রহ	সংখ্যা	২৬	৬	৬	১০০
ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	৭	৭	১০০
অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	৬১৬৮	৪১৬৮	৪১৬৮	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২১	৩	৩	১০০
অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	২	২	১০০
ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৩	৩	১০০
লোডিং আনলোডিং শেড নির্মাণ	সংখ্যা	৩১	১১	১১	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	১১২৬৮	১৩২৯	১৩২৯	১০০

১৩. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বিএআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক ও বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- হাইব্রিড সবজি বীজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো।

হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়ার ক্রসিং প্রক্রিয়া

মাতৃগাছের স্ত্রী ফুল: পরাগায়ন (ক্রসিং)ও ব্যাগিং এর উপযোগী

ছবি-১

পিতৃগাছের পুরুষ ফুল: পরাগায়ন (ক্রসিং) ও ব্যাগিং এর উপযোগী

ছবি-২

ফুল ফোটার আগের দিন বিকেলে মাতৃগাছ ও পিতৃগাছের ফুল বাটার পেপারের ব্যাগ দিয়ে ব্যাগিং করতে হবে যাতে অন্য কোন ফুলের পরাগরেণু দ্বারা পরাগায়ন না ঘটে

ছবি-৩

পুরুষ ফুলের পাপড়ি অপসারণ

ছবি-৪

পিতৃগাছের পুরুষ ফুল দ্বারা মাতৃ গাছের স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন (ক্রসিং)

ছবি-৫

১৩.২ প্রকল্প এলাকা: (৭টি বিভাগ, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ৯টি সিটি কর্পোরেশন)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, মির্জাপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, ভুয়াপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি
	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ভালুকা, মুক্তাগাছা, নান্দাইল
বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলি
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া
	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বানারিপাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, গঙ্গাচড়া
	গাইবান্ধা	সাঘাটা, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, খানসামা, চিরিরবন্দর, বিরল
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পবা, পুঠিয়া, তানোর, বাঘা, গোদাগাড়ী
	পাবনা	পাবনা সদর, সাথিয়া, বেড়া, আটঘড়িয়া, ভাংগুরা
	বগুড়া	বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা
সিলেট	সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন, কোম্পানিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
	চট্টগ্রাম	পটিয়া, হাটহাজারী, রাউজান, মিরশ্বরাই
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, হোমনা, চান্দিনা, দাউদকান্দি
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা

১৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

১৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৯৬০.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৫১.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৫১.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৫০.৬৯ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
প্রশিক্ষণ	জন	৪৬৯৯	৭২৫	৭২৫	১০০
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (হাইব্রিড টমেটো, হাইব্রিড বেগুন, হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া)	কেজি	৫১১৫	৮৯	৯০	১০১
প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ	কেজি	২৭৩	০.৭৭৬	০.৭৭৬	১০০
ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
সাবমার্জিবল নলকূপ স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যসম্পাদন (১ কিউসেক)	সংখ্যা	২	১	১	১০০
ফিল্ড সরঞ্জাম (রোটাভেটর, প্লাউ, হ্যান্ড ট্রলি, বহনযোগ্য ময়েশ্চার মিটার)	সংখ্যা	৩১	৯	৯	১০০

১৩.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৫৭০	৫৭০	১০০
ডিলার প্রশিক্ষণ	বীজ ডিলার	১২০	১২০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৩৫	৩৫	১০০

১৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষী পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;
- হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজআলু বাছাইকরণ, প্যাকেজিং সুবিধা উন্নতকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
- চাঁদপুরসহ পাশ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজআলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত জোনের বীজআলু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের মাঝে চেক বিতরণ

১৪.২ প্রকল্প এলাকা: (১টি বিভাগ, ২টি জেলা, ৬টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহরাস্তি
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লালমাই, লাকসাম, বরুড়া

১৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
১৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১১৩৪.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১৪৮.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১৪৮.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৪৭.৯৭ লক্ষ টাকা
১৪.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষি পুনর্বাসন	জন	৬৪	৬৪	৬৪	১০০
মটরসাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০
পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়	সংখ্যা	২০	১৩	১৩	১০০
ত্রিপল ক্রয়	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০

১৫. চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বোরোর চরের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন;
- বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করার হলে খামারের আওতাধীন চর মেঘনা নদীর প্রবাহের ফলে ক্ষয় বা ভাঙ্গন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণ;
- খামারস্থ সম্ভাব্য ফসল ক্ষতিগস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা;
- বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যথা: বীজ গুদাম, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সানিংফ্লোর, থ্রেসিং ফ্লোর, হেরিংবন বন্ড রাস্তা ও গভীর নলকূপ নির্মাণ করা যাবে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

১৫.২ প্রকল্প এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেল)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	মতলব উত্তর

১৫.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	মার্চ ২০১৭ হতে নভেম্বর ২০১৮
১৫.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	২৮৪.৯০ লক্ষ টাকা
১৫.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২১৩.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২১২.৪১ লক্ষ টাকা
১৫.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২০৫.৯৩ লক্ষ টাকা
১৫.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই (ছয় মাস)	লক্ষ টাকা	১৯১.৭৮	১৩১.৫৩	১২৯.৭৫	৯৯

প্রকল্পের আওতায় বোরোর চরের Survey Report এর ওপর আয়োজিত সেমিনারের অংশ বিশেষ

১৬. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কৃষক ও সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাকসবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাক-সবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

১৬.২ প্রকল্প এলাকা (৫টি বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশন):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (আরবান সেলন সেন্টার), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (সবজি ও মৎস্য হিমাগার), ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর), শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর (উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল), দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, ভুয়াপুর, সখিপুর, বাসাইল
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, ধোবাউড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, তারাকান্দা, গৌরীপুর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পবা, মোহনপুর, তানোর, গোদাগাড়ী
	বগুড়া	বগুড়া সদর, শাহজাহানপুর, গাবতলী, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, কাহালু, নন্দিগ্রাম, শিবগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ
	চট্টগ্রাম	পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, আনোয়ারা, বোয়ালখালী, লোহাগড়া, চন্দনাইশ
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর লাঙ্গলকোট, মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, মেঘনা, তিতাস, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণপাড়া
খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর, খোকসা
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, বাঘারপারা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা

যশোর উদ্যানে উন্নয়ন ক্ষেত্রে উৎপাদিত পয়েনসেটিয়া ফুল

বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে তরমুজ (গোল্ডেন ক্রাউন) উৎপাদন কার্যক্রম

১৬.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
১৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১০৩৫৭.৩৫ লক্ষ টাকা
১৬.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৭৯২.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৭৯২.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৭৮৩.৯৬ লক্ষ টাকা
১৬.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	২৯০৮০	৩৫২০	৩৫২০	১০০
বায়োটেকনোলজি প্রশিক্ষণ	জন	৪৫	১৫	১৫	১০০
নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কলাকৌশল প্রশিক্ষণ	জন	৩০০	৭৫	৭৫	১০০
হাইডোফোনিক্স/এয়ারফোনিক্স প্রশিক্ষণ	জন	৭৫	৩০	৩০	১০০
স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৮.১০	১.৯২	১.৯২	১০০
ইনব্রিড ড্রোয়ার্ফ নারিকেল চারা	লক্ষ সংখ্যা	০.০৫	০.০২৫	০.০২৫	১০০
গোলাপ, চন্দ্রমলিকা ও ডালিয়ার বিভিন্ন জাত সংগ্রহ	সংখ্যা	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	১০০
ক্যাকটাস, অর্কিড ও জারবেরা সংগ্রহ	সংখ্যা	৩১০০	২৫৯৭	২৫৯৭	১০০
নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	২১০০	৩০০	৩০০	১০০
সবজি ও মসলার বীজ ক্রয়	কেজি	৮৭০০	৭০০	৭০০	১০০
ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২৯.০০	২.০০	২.০০	১০০
ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.৩০	০.১০	০.১০	১০০
ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৭.৭০	০.৪০	০.৪০	১০০
ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৩.৬০	০.২০	০.২০	১০০
দেশীয় ও বাণিজ্যিক ফলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০০	৩০	৩০	১০০
শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	২৭৫	৮০	৮০	১০০
এক্সোটিক ফলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৫৫	৯	৯	১০০

১৬.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	কৃষক/মালি/উদ্যোক্তা	৩৫২০	৩৫২০	১০০

১৬.১১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি:

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
অপ্রচলিত ফল চাষ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ	০১টি (১০০ জন)	০১টি	১০০

অধ্যায়-৩

ক্ষুদ্রসেচ উইং

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ একটি অপরিহার্য কৃষি উপকরণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেচ সুবিধা, সেচ প্রযুক্তি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৬টি সেচ প্রকল্প ও ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেচ সাব-সেক্টর: রাজস্ব বাজেটভূক্ত কর্মসূচি

কৃষি জমি সেচের আওতায় আনয়ন তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। কৃষি জমিতে সেচ প্রদান ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে খাল পুন:খনন, ভূপরিস্থ সেচনালা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২টি সেচ কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪২.৮৯ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৪২.৫৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৩০%।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১২টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
২. রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৪. পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৬. বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি;
৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৮. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি;
৯. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি;
১০. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি এবং
১২. সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি।

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- ২০টি সোলার চালিত পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- খাল-নালা পুনঃখনন, পুকুর খনন/সংস্কার ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ৬২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান;
- সেচ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

কর্মসূচির আওতায় সুবর্ণচর উপজেলায় পুকুর খনন/সংস্কার কার্যক্রম

১.২ কর্মসূচি এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	সুবর্ণচর

১.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
১.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৯১.০০ লক্ষ টাকা
১.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৪৭৭.৫০ লক্ষ টাকা
১.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৪৭৭.৫০ লক্ষ টাকা
১.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৭৭.৪৭ লক্ষ টাকা
১.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন ও সংস্কার	কি. মি.	১৫	১০	১০	১০০
পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
সোলার চালিত পাম্প স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (বড়)	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (ছোট)	সংখ্যা	১৫	৮	৮	১০০

২. রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝিরি বাঁধ নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, পুকুর পুনঃখনন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- প্রায় ১৫০০ কৃষকদের মধ্যে কৃষি/সেচ যন্ত্রপাতি বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং নদী/লেকে ডিজেল চালিত ১-কিউসেক এলএলপি ও সোলার পাম্প ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১,০০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

কাউখালী উপজেলার ফটিকছড়ি ইউনিয়নের ডাবুয়াপাড়ায় নির্মিত ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ক্যাটল ক্রসিং)

২.২ কর্মসূচি এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ২টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	বরকল, কাউখালী

২.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
২.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৭৫৬.৪৫ লক্ষ টাকা
২.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৯৬.০৬ লক্ষ টাকা
২.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৯৬.০৬ লক্ষ টাকা
২.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৯৫.৫০ লক্ষ টাকা
২.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
০.২৫-কিউসেক সোলার পাম্প ও অন্যান্য মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	৪	২	২	১০০
খাল/ছড়া পুনঃখনন	কি. মি.	১৫	৮	৮	১০০
পুকুর পুনঃখনন/সংস্কার	সংখ্যা	৪	২	২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন	মিটার	৯০০০	৪৮০০	৪৮০০	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরি বাঁধ/ আড় বাঁধ/ ক্যাটলক্রসিং) নির্মাণ	সংখ্যা	৮	৫	৫	১০০

২.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
খামারে সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতা	কৃষক	৯০	৯০	১০০

২.১১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন	-	৩০	৩০	১০০

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৫০০ হেক্টর জমিতে স্বল্প খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল/নালা ও পুকুর পুন:খনন এবং ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৫০০ মে.টন ফসল উৎপাদন।

৩.২ কর্মসূচি এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ২টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া, কসবা

কসবা উপজেলার বিনাউটি ইউনিয়নে নির্মিত ওয়াটার পাস

৩.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৩.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৪৪০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১৫৬.০০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১৫৬.০০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৫৫.৫৫ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন/ সংস্কার	কি. মি.	৪	১	১	১০০
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩২	৮	৮	১০০
খাস/ মজা পুকুর পুনঃখনন	সংখ্যা	০২	১	১	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ওয়াটার পাস/ কনডুইট নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	৪	৪	১০০
২-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৩	৬	৬	১০০
০.৫-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	২	২	১০০

৪. পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- খাল পুনঃখনন, আউটলেট এবং ওয়াটার পাস নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা;
- লো লিফট পাম্প ও ভাসমান পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৮৫০ হেক্টর জমিতে অল্প খরচে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত প্রায় ২০০০ মে.টন ফসল উৎপাদন ও
- ফসল রক্ষাবাঁধ নির্মাণ করে ১৮০ হেক্টর জমির ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা।

কর্মসূচির আওতায় পাবনা জেলায় দিকশির বিল সংযোগ খাল

কর্মসূচির আওতায় পাইকপাড়া দহপাড়া ফসল রক্ষা বাঁধ

৪.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৩টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	পাবনা	চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর

৪.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৪.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৬৩০.২৫ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৫৫.২৫ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৫৫.২৪ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৫১.৬৮ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১২.৫ কিউসেক ভাসমান পাম্প ক্রয়	সেট	২	১	১	১০০
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কি.মি.	১১	৫.৬৩	৫.৬৩	১০০
কনডুইট/ ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩৬	২০	২০	১০০
১-ভেন্ট স্লুইচ গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	মিটার	১২০০	১২০০	১২০০	১০০

৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- ৪৫ কিলোমিটার খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দুরীকরণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত ৪৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ১০টি ১-কিউসেক এলএলপি এবং ০২টি ১-কিউসেক সোলার পাম্প ক্ষেত্রায়ণ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ১৭০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩১০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- ৩০০ জন ম্যানেজার/ চালক/ ফিল্ডম্যান/ পাম্প অপারেটর ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ডাবুয়া ইউনিয়নে নির্মিত ২ ভেন্ট বক্স কালভার্ট

৫.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	রাউজান

৫.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৫.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৩১.০৮ লক্ষ টাকা
৫.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫-কিউসেক এলএলপি	সেট	১০	৫	৫	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন ও বারিড পাইপ সরবরাহ	সেট	২	২	২	১০০
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৪৫	২০	২০	১০০
আরসিসি আউটলেট (২ ফুট ডায়া)	সংখ্যা	২০০	১০০	১০০	১০০
পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৩১	১৬	১৬	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	১০	১০	১০০

৫.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০	৬০	১০০

৬. বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, ছড়া/ খালপুনঃখনন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- কৃষকদের মধ্যে সেচ যন্ত্রপাতি বিতরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর করে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও ফলমূল উৎপাদন।

বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ভূগর্ভস্থ সেচনালাসহ স্থাপিত ০.২৫ কিউসেক সোলারচালিত এলএলপি স্কিম

৬.২ কর্মসূচি এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৭টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, আলীকদম, রুমা, থানচি

৬.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৬.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯২৫.০০ লক্ষ টাকা
৬.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬৯.১৭ লক্ষ টাকা
৬.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২৬	৯	৯	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	৫	৫	১০০
খাল পুন:খনন	কি.মি.	১৫	৫	৫	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	৭	৭	১০০

৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- সৌরশক্তিচালিত পাম্প, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ, ছড়া/খালপুনঃখনন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৭০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ ৯২৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- কৃষকদের মধ্যে সেচ যন্ত্রপাতি বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং সোলার পাম্প ব্যবহার করে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও ফলমূল উৎপাদন।

খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরিবাঁধ)

৭.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৯টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি, লক্ষীছড়ি, পানছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, দীঘিনালা

৭.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৭.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬৯.২০ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৭.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১৫	৫	৫	১০০
ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার	সংখ্যা	১৩	৩	৩	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	৫	৫	১০০
সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২৬	৯	৯	১০০

৮. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- কর্মসূচি এলাকায় ২০ টি ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন, ৪০টি পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, ১০টি স্প্রিংকলার ও ১০টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত ১৪৪০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ৬ কি.মি. ফিতা পাইপ সরবরাহের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং স্বল্প পানি ব্যবহারকারী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কর্মসূচি এলাকায় ৬০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

কুড়িগ্রাম জেলার চরাঞ্চলে ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন

৮.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৩টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী

৮.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৮.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৭১.৬০ লক্ষ টাকা
৮.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৪২৫.৮০ লক্ষ টাকা
৮.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৪২৫.৮০ লক্ষ টাকা
৮.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪২৫.৬০ লক্ষ টাকা
৮.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৮.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষি শ্রমিক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	ব্যাচ	২০	১০	১০	১০০
ফিতা পাইপ সরবরাহ	কি. মি.	৬	৩	৩	১০০
সোলার পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
পোর্টেবল সেচ বিতরণ	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০	৪	৪	১০০
ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০	৪	৪	১০০

৮.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
সেচ স্কিমের কৃষকদের 'খামারে সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ	কৃষক	৩০০ জন	৩০০ জন	১০০

৯. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি

৯.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, খাল পুনঃখনন, ডাগওয়েল, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর মাধ্যমে সমতল ভূমিতে পানি ব্যবহার করে ফুল ও সবজি এলাকায় সেচ সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।

যশোরের ঝিকরগাছায় বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত পলি হাউজ

যশোরের ঝিকরগাছায় বিএডিসি'র নেট হাউজে উৎপাদিত জারবেরা ফুল

৯.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	যশোর	ঝিকরগাছা

৯.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৯.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৭০৬.০০ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৯৬.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৯৬.০০ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১০	২	২	১০০
ওয়াটার পাসিং/কনডুইট	সংখ্যা	৩০	৩০	৩০	১০০
ফুল/সবজি শেড নির্মাণ	সংখ্যা	৭	৭	৭	১০০
ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৭	৭	৭	১০০

১০. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১০.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- ৪.৫০ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে অনাবাদী প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইউনিয়নের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ২৫ কিলোমিটার খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জোয়ারের পানি খালে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক অতিরিক্ত ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রধান;
- ০৬টি ২ কিউসেক সেচ স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ৬০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রধান;
- ২টি ১-কিউসেক সোলার পাম্প (ভূগর্ভস্থ সেচনালাসহ) স্থাপনের মাধ্যমে ২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৫২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

কর্মসূচির আওতায় স্থাপিত সোলার পাম্প

১০.২ কর্মসূচি এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বাবুগঞ্জ

১০.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২০
১০.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯৩৬.২১ লক্ষ টাকা
১০.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৬০২.০৭ লক্ষ টাকা
১০.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৬০২.০৭ লক্ষ টাকা
১০.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৯১.৯১ লক্ষ টাকা
১০.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১০.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	২৫	১৪	১৪	১০০
ফসল রক্ষা বাঁধ	কি.মি.	৪.৫	৪.৫	৪.৫	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য সোলার পাম্প ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০

১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

১১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- ৩৬ কি.মি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ৫০৬৮ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে পরিবহণ ব্যয় হ্রাস।

১১.২ কর্মসূচি এলাকা : ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	পটুয়াখালী	বাউফল

১১.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২০
১১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা
১১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২১৫.৫০ লক্ষ টাকা
১১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২১৫.৫০ লক্ষ টাকা
১১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২১১.৮৬ লক্ষ টাকা
১১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৬	১৬	১৬	১০০
ওয়াটার পাসিং	সংখ্যা	৭	৩	৩	১০০
আর.সি.সি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	৫০	৫০	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০

১১.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
খামারে সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতা	কৃষক	২৫ জন	২৫ জন	১০০

১২. সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি

১২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

● ক্ষতিগ্রস্ত এলএলপি ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

১২.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ২টি জেলা, ১৪টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরল, বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, খানসামা, কাহারোল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর
	পঞ্চগড়	নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট, আটোয়ারী

১২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

১২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা

১২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৯১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৯১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৯১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পাম্প ঘর নির্মাণ	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার	সংখ্যা	১২০	৬০	৬০	১০০
ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সেট	২৫	১২	১২	১০০
সাবমারসিবল পাম্প ও মটর ক্রয়	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
ভূপরিস্থ/ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	৭০০০	৭০০০	৭০০০	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০

সেচ সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি নীতিতে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কৃষি জমিতে সেচ প্রদান ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক ১৬টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা, রাবার ড্যাম, হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৬টি সেচ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৯৬.৪১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৩৯৪.৫৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৫৩%।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১৬টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প;
২. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৩. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৪. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প;
৫. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৬. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৭. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ);
৮. সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৯. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১০. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প;
১১. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত);
১২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প;
১৩. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১৪. রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
১৫ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প;
১৬. বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।

১৩. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসেবে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচ কাজে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ ও উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রুপান্তর করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেচের পানি পরীক্ষাগার পরিদর্শন

১৩.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, দোহার, নবাবগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, ভৈরব, হোসাইনপুর, ইটনা, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন, নিকলী, তাড়াইল
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাইজর, কালকিনি, শিবচর
	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, শিবালয়, সিঙ্গাইর
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, টঙ্গীবাড়ী
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ সদর, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও
	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, গোলানন্দহাট, পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কুলখালী
	শরীয়তপুর	বদরগঞ্জ, ধামুদদাও, গোসাইরঘাট, নাড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, জাজিরা
	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারি, চরভদ্রশেন, ফরিদপুর সদর, মধুখালি, নগরকান্দা, সদরপুর, সাল্টা
	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, বাসাইল, ভুয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, মির্জাপুর, নাগড়পুর, সখিপুর, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল সদর
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	আটপাড়া, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, খালিয়াজুরি, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা
	জামালপুর	বকশিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, গৌরিপুর, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, মুক্তাগাছা, নান্দাইল
বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলি, বামনা, বেতাগী, পাথরঘাটা, তালতলী
	বরিশাল	আগৈলঝরা, বাবুগঞ্জ, হিজলা, বরিশাল সদর, মুলাদী, উজিরপুর, বানারিপাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চর ফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, মনপুরা, তাজউদ্দিন
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালি
	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া, কাউখালি, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ/সৌরভকাঠি
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারুল, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, খানসামা, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	বুড়িংগমারী, চর রাজিবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী,কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রৌমারী, উলিপুর
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
	নীলফামারী	ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর
	পঞ্চগড়	আটওয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, সদর, তেতুলিয়া
	রংপুর	বদরগঞ্জ, গঙ্গাচড়া, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, রংপুর সদর, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গা, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, সদর
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	বগুড়া	আদমদিঘী, বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাহজাহানপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ
	নওগাঁ	আত্রাই, বাদলগাছা, মান্ডা, ধামুরহাট, মহাদেবপুর, নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পরশা, রানীনগর, সাপাহাড়
	নাটোর	বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাশপুর, লালপুর, নাটোর সদর, সিংড়া
	চাপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ
	পাবনা	বেড়া, আটঘড়িয়া, ভাঙ্গুরা, চাটমোহর, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাথিয়া, সুজানগর
	রাজশাহী	বাঘা,বাগমারা, চারঘাট, দুর্গাপুর, পবা, পুঠিয়া, তানোর, গোদাগাড়ী, মোহনপুর, বাউলিয়া
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, চৌহালি, কামারখন্দ, কাজীপুর, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ, বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	বড়লেখা, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, জুরি
	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, ধিরাই, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, সল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথপুর, কোম্পানিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, নাইক্ষংছড়ি, রৌংছড়ি, রামা, থানচি
	বি-বাড়িয়া	আখাউড়া, বাঞ্চারামপুর, বি-বাড়িয়া সদর, কসবা, নবীনগর, সড়াইল, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হিমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, শাহরাস্তি
	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, লোহাগড়া, পটিয়া, হাটহাজারী, রাউজান, মিরশ্বরাই, রাঙ্গুনিয়া, স্বন্দীপ, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড, বন্দর, চাদগাও, ডাবল মুরিং, পাঞ্চলাইস
	কুমিল্লা	বরুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, দাউদকান্দি, চৌদ্দগ্রাম, দেবিদ্বার, হোমনা, লাকসাম, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা আদর্শ সদর, মেঘনা, তিতাস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ
	কক্সবাজার	চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু, টেকনাফ, উখিয়া, পেকুয়া
	ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
	খাগড়াছড়ি	দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর, লাখমিছড়ি, মালাছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পাঞ্চছড়ি, রামগড়
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কামালনগর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানিগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট
	রাঙ্গামাটি	বাগাইছড়ি, বরকল, কাউখালি, কাপ্তাই, জুরাইছড়ি, লাংগাডু, নানিয়ার চর, রাজাসালি, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, কচুয়া, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, মংলা, মোরলগঞ্জ, রামপাল, সরনখোলা
	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুরহুদা, জীবননগর
	যশোর	অভয়নগর, বাঘারপারা, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা
	ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্ডু, ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোর্টচাদপুর, মেহেরপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	বাতিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, দিঘলিয়া, তেরকান্দা, খালিশপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর, খুকশা
	মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	নড়াইল	কালিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	আশাসুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সদর, শ্যামনগর, তালা

১৩.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৫৪৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা
১৩.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৫৪৫.১১ লক্ষ টাকা
১৩.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি	সেট	৪২	৫	৫	১০০
ফিল্ডকিটের রিএজেন্ট ক্রয়	সেট	৫০	২৫	২৫	১০০
সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা ও সেচ খরচের ওপর সমীক্ষা	জন	৩০০	৩০০	৩০০	১০০
ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং সংক্রান্ত সমীক্ষা	জন	২৩৯	২৩৯	২৩৯	১০০
জীপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি	সেট	৩৩	৭	৭	১০০
ডাটা লগার ক্রয়	সেট	৭০০	২২০	২২০	১০০
কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ডিজিটাল ডিসপ্লে মনিটর ক্রয়	সেট	১২	৬	৬	১০০
পাইপ, ইউপিভিসি ফিল্টার ও যন্ত্রপতি ক্রয়	সেট	৭০০	২০০	২০০	১০০
ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য নলকূপ	সেট	৩৫০	১৮০	১৮০	১০০
লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণে নলকূপ	সেট	৬০	৮	৮	১০০

১৩.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থাপনা	কর্মকর্তা	২০ জন	২০ জন	১০০
সেচযন্ত্র জরিপ, সেচের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, মাঠ পর্যায় হতে সেচ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৪৫ জন	৪৫ জন	১০০

১৩.১১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
সেচযন্ত্রের ডাটা বেইজড প্রণয়ন ও সফটওয়্যার উন্নয়ন সংক্রান্ত	-	১টি	১টি	১০০

১৪. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রতি বছর ১৯০৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৫২৭৭ মেট্রিক টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান;
- পরিবেশ বান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।

নোয়াখালী জেলায় প্রকল্পের আওতায় খননকৃত বাবুল আক্তার খাল

১৪.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানিগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট
	ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর

১৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১
১৪.৪ প্রকল্প ব্যয়	:	১৪৩৭০.৬৬ লক্ষ টাকা
১৪.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৪৫০৬.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৪৫০৬.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৫০৫.৭১ লক্ষ টাকা
১৪.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুন:খনন ও সংস্কার	কি.মি.	৪০০	১৩০	১৩০	১০০
১, ২, ৫, ১০ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি পাম্প সেট ক্রয়	সেট	১৬৫	১৬০	১৬০	১০০
১, ২, ৫ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি পাম্প ক্ষেত্রায়ণ	সেট	১৬৫	৫	৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সংগ্রহ	সেট	১৬৫	১০০	১০০	১০০
সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল সেচ পাম্প স্থাপন	সেট	১০	২	২	১০০
১, ২, ৫, ১০ কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১৮৭	২৫	২৫	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৩৮	৩৮	১০০
সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিককরণ	সংখ্যা	১৬৫	৩০	৩০	১০০
কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	০২	০১	০১	১০০
কৃষক, ম্যানেজার ও ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৪০	০৯	০৯	১০০

১৪.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
সেচযন্ত্রপাতি পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার তথা সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	কৃষক, ম্যানেজার, ফিল্ডম্যান	২৪৫	২৪৫	১০০

১৫. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৩৪৩.১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৮২৫৪৩.৯৫ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিতকরণ;
- সেচ কাজে On Farm Water Management Technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

ব্রীজ তৈরির পূর্বের অবস্থা

প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলায় গজারিয়া খালে নির্মিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

১৫.২ প্রকল্প এলাক (২টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা) :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারুল, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, খানসামা, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, তেতুলিয়া, পঞ্চগড় সদর, দেবীগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গা, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	বগুড়া	আদমদিঘী, বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাহজাহানপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮৯৯৩.৯৭ লক্ষ টাকা
১৫.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১, ২ ও ৫-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির সেট ক্রয়	সেট	৮৫	৮৫	৮৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	৯০	৯০	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কি. মি.	২৫০	৮৮	৮৮	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৪১	৪১	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি. মি.	১২১	৬৫	৬৫	১০০

১৫.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষকদের সেচ দক্ষতা ও খাবার পানি ব্যবস্থাপনা	কৃষক	১৮০	১৮০	১০০

১৬. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্তঃ সংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১৮০২ হেক্টর জমি ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

প্রকল্পের আওতায় ওভার হ্যাড ট্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ লাইন ও ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার নির্মাণ কার্যক্রম

১৬.২ প্রকল্প এলাকা (১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা ১টি ইউনিয়ন)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
রংপুর	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা	সানিয়াজান

১৬.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০
১৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা
১৬.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১০৩৫.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১০৩৫.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০৩৪.৬৫ লক্ষ টাকা
১৬.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১০	৪	৪	১০০
২ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	১০	১০	১০	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	১০	১০	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	০৮	০৮	১০০
২৫০ মি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	৩০	১০	১০	১০০
১৫০ মি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	২০	১০	১০	১০০
ধান মাড়াই, ভাঙ্গানো ও ঝাড়াই যন্ত্র ক্রয়	সেট	৪০	১০	১০	১০০
ড্রিপ সেচ পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	১০	২	২	১০০
ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১০	১০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মি.)	সংখ্যা	৬০	২৮	২৮	১০০

১৬.১০ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
সেচ ব্যবস্থাপনা, সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্য ও বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সবজি উৎপাদন এবং মৎস্য চাষ	কৃষক	৩০০	৩০০	১০০

১৭. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২২০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১০০০ মে. টন খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৭.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ি, কেন্দুয়া, পূর্বধলা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতী, শ্রীবর্দ্দী
	জামালপুর	বকশিগঞ্জ, মেলান্দহ
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, তারাকান্দা
বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝরা, বরিশাল সদর, মুলাদী, গৌরনদী
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বিরল, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, কাহারুল, দিনাজপুর সদর, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া
	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া
	পাবনা	ভাঙ্গুরা, চাটমোহর
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, সল্লা,
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথপুর, কোম্পানিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ, ওসমানী নগর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	নাইক্ষংছড়ি
	বি-বাড়িয়া	আখাউড়া, নাছিরনগর কসবা, নবীনগর, সরাইল, বিজয়নগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব উত্তর, শাহরাস্তি
	কুমিল্লা	দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা আদর্শ সদর
	খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল, কাউখালি, কাপ্তাই, জিলাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ার চর, রাজস্থলি, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোল্লারহাট
	যশোর	বাঘারপারা, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা
	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ, কোর্টচাদপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর

১৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

১৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা

১৭.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা

১৭.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা

১৭.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৭০৫.৩৪ লক্ষ টাকা

১৭.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ৯৯%

১৭.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৪৫	৪৫	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৪০	৩১	৭৮
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	১৫	১৫	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৩	২৩	১০০
জীপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০

১৭.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরণ (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
বিএডিসি'র প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ	প্রকৌশলী	২৫	২৫	১০০
সেচ যন্ত্রপাতি মেরামতের ওপর মেকানিক/সহকারী মেকানিকদের প্রশিক্ষণ	মেকানিক/সহকারী মেকানিক	৩০	৩০	১০০
খামারে পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ দক্ষতার উন্নয়ন বিষয়ে কৃষক/ম্যানেজার/ অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	কৃষক/ম্যানেজার/অপারেটর	৬০	৬০	১০০

১৮. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুন:খনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১২৬৬৪ হেক্টর জমিতে ভুপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫০৬৫৬ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

যশোর জেলার কাঠালী খালের উপর নির্মিত ২ ভেন্ট রেগুলেটর

১৮.২ প্রকল্প এলাক (১টি বিভাগ, ৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, কচুয়া, ফকিরহাট, মোল্লারহাট, মংলা, মোরলগঞ্জ, রামপাল, শরণখোলা
	যশোর	অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা
	ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্ডু, ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোর্টচাদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	খুলনা সদর, রূপসা, বটিয়াঘাটা, ফুলতলা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, দিঘলিয়া, তেরখাদা,
	মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর
	নড়াইল	কালিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	আশাসুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা

১৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১২৬৯৭.৫৪ লক্ষ টাকা
১৮.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৯৯৭.২৩ লক্ষ টাকা
১৮.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৮.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃ খনন	কি. মি.	৩০০	১০০	১০০	১০০
২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১২০০ মিটার)	সংখ্যা	১৪০	৬৪	৬৪	১০০
১-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মিটার)	সংখ্যা	১০০	৪৪	৪৪	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত লো-লিফট পাম্পসেট ক্রয়	সেট	১০০	১০০	১০০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৬০০ মি.)	সংখ্যা	৪০	২৮	২৮	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৬	৬	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১৩	১৩	১০০
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৫৬	৫৬	১০০
২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৩৯	৩৯	১০০
১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪৫	৪৫	১০০

১৮.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	স্কিম ম্যানেজার ও কৃষক	২১০ জন	২১০ জন	১০০

১৮.১১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি:

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মশালা	কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কিম ম্যানেজার ও কৃষক	৫০ জন	৫০ জন	১০০

১৯. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উচ্চমূল্য ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
- গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সহনশীল ভূপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার।

প্রকল্পের আওতায় বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ

১৯.২ প্রকল্প এলাকা (৩টি বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	পিরোজপুর	কাউখালী
	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া, নলছিটি
	ভোলা	লালমোহন. চরফ্যাশন, মনপুরা
	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালি, কলাপাড়া
	বরগুনা	আমতলী, বেতাগী, বামনা, তালতলী, পাথরঘাটা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ, বাঁশখালী, মিরশ্বরাই
	নোয়াখালী	সন্দ্বীপ, সুবর্ণচর, চাটখিল, কবিরহাট, হাতিয়া
	ফেনী	ছাগলনাইয়া
	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর
খুলনা	বাগেরহাট	ফকিরহাট, কচুয়া
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, কালীগঞ্জ

১৯.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪
১৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা
১৯.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১২১৩.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১২১৩.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১২০৭.৭২ লক্ষ টাকা
১৯.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২৩	২৩	২৩	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	২৫০	৬৫	৬৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	২৮	১৪.৬	১৪.৬	১০০
আরটিসিয়ান ওয়েল নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৫০	৫০	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	মিটার	৬০০	৩০০	৩০০	১০০

২০. সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাল, খালা ও পাহাড়ি ছড়া খনন/পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে প্রতি বছর ১৬৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ ও ৫০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণপূর্বক মোট ২১৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৫,৭০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- ২০০ জন ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান/মেকানিক/ইলেকট্রিশিয়ানদের সেচযন্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর ও ৪০০ জন কৃষককে অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মৌলভীবাজার সেচ কমপ্লেক্স

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩ ভেন্ট রেগুলেটর

২০.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৪টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, নবীগঞ্জ, মাধবপুর, আজমিরীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, বড়লেখা, জুড়ি
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, সল্লা,
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথপুর, কোম্পানিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ

২০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯
২০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৫৬৯৩.৪৫ লক্ষ টাকা
২০.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা
২০.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা
২০.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৯৫১.১১ লক্ষ টাকা
২০.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২০.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	১৩৭	৩৭	৩৭	১০০
খাল/নালা/পাহাড়ি ছড়া খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	৩১৬	২৪	২৪	১০০
মাঝারী/ছোট হাইড্রোলিক স্টাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	৩০	৩০	১০০
৫-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৭	১২১	১২১	১০০
২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ খনন এবং কমিশনিং কাজ	সংখ্যা	৪৫	১০	১০	১০০
২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ ও সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্কিমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৫৫	১০	১০	১০০
এলএলপি এবং ফোর্সমোড নলকূপ স্কিমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৮২	৫৯	৫৯	১০০

২০.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
মাঠে পানি ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি	কৃষক	১০০	১০০	১০০
সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	স্কীম ম্যানেজার/ইলেকট্রেসিয়ান/ফিল্ডম্যান	৫০	৫০	১০০

২০.১১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরণ (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
Present Irrigation Status in Bangladesh and Achievements of Sylhet Division Minor Irrigation Development Project	কর্মকর্তা	১টি	১টি	১০০

২১. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ৩৪০ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন এবং ২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন ও স্থাপিত এসব সেচযন্ত্রের বারিড পাইপ লাইন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১২,৩৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৪৩,২৪৩ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ৩০,৮৮৮ মেট্রিক টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন;
- ইতোপূর্বে নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও প্রকল্পের স্থাপিত/স্থ্যাপতব্য সেচযন্ত্র ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার, পুনঃখননকৃত খাল/নালা ও নির্মিত/নির্মিতব্য অন্যান্য সেচ অবকাঠামো দ্বারা ২৪,৩২২ হেক্টর জমিতে সেচ দিয়ে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৮৫,১২৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৬০,৮০৫ মেট্রিক টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ৩০০ জন সেচ স্কিমের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

খাল পুন:খননের পূর্বের অবস্থা

প্রকল্পের আওতায় পুন:খননকৃত খাল

২১.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, বানারীপাড়া, উজিরপুর
	পিরোজপুর	কাউখালী, পিরোজপুর সদর, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, জিয়ানগর
	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর, ঝালকাঠি সদর
	ভোলা	ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমউদ্দিন, লালমোহন. চরফ্যাশন, মনপুরা
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, দুমকি, কলাপাড়া
	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা

২১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২০
২১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১৬৩০.৪৩ লক্ষ টাকা
২১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২২১৭.০০ লক্ষ টাকা
২১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২২১৭.০০ লক্ষ টাকা
২১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২২০৭.৫৯ লক্ষ টাকা
২১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৩৪০	৯৭	৯৭	১০০
১-কিউসেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৬২	১৭	১৭	১০০
২-কিউসেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৫	১০	১০	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	২৬	২৬	১০০
১-কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৩০	১০	১০	১০০

২১.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি:

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
"Judicial water use and varietal suitability of Boro rice production in Barishal region" শীর্ষক সেমিনার	কর্মকর্তা-কর্মচারী-৪০ জন ডিলার/ স্কিম ম্যানেজার/কৃষক-১৫ জন	৫৫	৫৫	১০০
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্টতা ও করণীয়	কর্মকর্তা-কর্মচারী-৪৮ জন ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক-১৫ জন	৬৩	৬৩	১০০

২২. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় প্রর্যায়)

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫৬,৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১,৭০,৮৩৫ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।

ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার ১২.৫ কিউসেক ভাসমান পাম্প

২২.২ প্রকল্প এলাকা (৬টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৭৯টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর
	নরসিংদী	পলাশ, রায়পুরা
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, নিকলি, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর
	গাজীপুর	কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া
	মাদারীপুর	রাজৈর, কালকিনি, মাদারীপুর সদর
	শরিয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, গোসাইরহাট, ভেদরগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ি, আটপাড়া, নেত্রকোনা সদর
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, নকলা
বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর, মুলাদী, গৌরনদী
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, নলছিটি
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই,
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর
	সিলেট	সিলেট সদর, গোপালগঞ্জ
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মুরাদনগর, মনোহরগঞ্জ, দেবিদ্বার, দাউদকান্দি, নাঙ্গলকোট, সদর দক্ষিণ
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, শাহরাস্তি
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ, কমলনগর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট
	ফেনী	ফেনী সদর
	বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর, নাছিরনগর, নবীনগর
	চট্টগ্রাম	রাউজান, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ, মিরশরাই, হাটহাজারী
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া, চকরিয়া
খুলনা	কুষ্টিয়া	মিরপুর, ভেড়ামারা

২২.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

২২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৫৩৭.২৪ লক্ষ টাকা

২২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা

২২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা

২২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৭৭৮.৮৪ লক্ষ টাকা

২২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন পরীক্ষামূলক সোলার পাম্পিং সেটের মালামাল ও সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন	সেট	২	১	১	১০০
বারিড পাইপ লাইনের মালামাল ক্রয়	সেট	১৫৯	১৬	১৬	১০০
৫-কিউসেক পরীক্ষামূলক সোলার পাম্প স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২	১	১	১০০
৫-কিউসেক পাম্পের জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৯	৩৩	৩৩	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২০	২০	১০০
সংযোগ খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫৫	১০	১০	১০০
৫, ১০, ১২.৫ ও ২৫ কিউসেক পাম্প স্কিমে ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	২০০০০	৮০০৩	৮০০৩	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২৬৫	১৬৬	১৬৬	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২৯	২৯	১০০

২২.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
ইঞ্জিন/মটর ও পাম্প পরিচালনার জন্য পাম্প অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	পাম্প অপারেটর	১০০ জন	১০০ জন	১০০

২৩. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূপরিস্থ) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ২২০০০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা ও ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের ইনটেক পয়েন্টে নির্মিত স্লুইস গেইট

২৩.২ প্রকল্প এলাকা (২টি বিভাগ, ২টি জেলা, ৭টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নরসিংদী	পলাশ, নরসিংদী সদর, শিবপুর
চট্টগ্রাম	বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর, সরাইল, আশুগঞ্জ, নবীনগর

২৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০
২৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩৬১.৫২ লক্ষ টাকা
২৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৪২.৬১ লক্ষ টাকা
২৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	২	০.৫০	০.৫০	১০০
আরসিসি সেকেন্ডারি ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	১	০.৩০	০.৩০	১০০
টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	কি. মি.	০.২৯	০.১৪	০.১৪	১০০
১- কিউসেক এলএলপি সেচ স্কিমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৫	০৫	১০০
২- কিউসেক এলএলপি সেচ স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৩	০৩	১০০

২৪. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

২৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করে ১২,২৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫৫,১২৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নির্মিত হাউড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম

২৪.২ প্রকল্প এলাকা (৪টি বিভাগ, ৮টি জেলা, ১৩টি উপজেলা)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা
বরিশাল	পিরোজপুর	নাজিরপুর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল
	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি
	চট্টগ্রাম	লোহাগড়া, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, মীরসরাই
	কক্সবাজার	রামু, চকরিয়া

২৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২০
২৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৭২০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৯৯৯.২৫ লক্ষ টাকা
২৪.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	১	১	১০০
রাবার ড্যাম অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৮	২	২	১০০
গাইড বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৩০	৪	৪	১০০
ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ	মি.	৬০০	৯৬	৯৬	১০০

২৪.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচকাজে রাবার ড্যামের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা	কৃষক ও রাবার ড্যাম সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	৩০০ জন	৩০০ জন	১০০

২৫. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫,৪৯৮ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৭৭,৪৯০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় স্থাপিত সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্কিম

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় কাইজান খাল পুনঃখনন ও খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ

২৫.২ প্রকল্প এলাকা (২টি বিভাগ, ৬টি জেলা ও ৫৬টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাংগাইল	টাংগাইল সদর, নাগরপুর, কালিহাতী, মধুপুর, ঘাটাইল, বাসাইল, সখিপুর, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, ভুয়াপুর, গোপালপুর, ধনবাড়ী
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, ইটনা, মিঠামইন, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, হোসেনপুর, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, ভৈরব, নিকলী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ফুলবাড়ীয়া, ধোবাউড়া, গৌরীপুর
	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, পূর্বধলা, বারহাট্টা, মদন, খালিয়াজুড়ি, আটপাড়া,
	জামালপুর	জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ
	শেরপুর	শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতী, শ্রীবর্দ্দী, নালিতাবাড়ি, নকলা

২৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

২৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৯০০.৫০ লক্ষ টাকা

২৫.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৪১৬০.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৪১৬০.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪১৫৫.১৪ লক্ষ টাকা

২৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
জীপ ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০
৫ ও ২-কিউসেক এলএলপি পাম্পের পাইপ ক্রয়	কি.মি.	২৩০	১৩৩	১৩৩	১০০
২-কিউসেক গনকূ স্কিমের বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	কি.মি.	৬৫	৪৫	৪৫	১০০
১-কিউসেক সোলার এলএলপি স্কিমের বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	কি.মি.	১৬	৪	৪	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	২৫০	৭০	৭০	১০০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৮৪	৮৪	১০০
৫/২ কিউসেক এলএলপি ও গনকূ স্কিমে বারিড পাইপ লাইন স্থাপন	কি.মি.	২৬০	৯৩.৫০	৯৩.৫০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল খনন	সংখ্যা	৫০	৬	৬	১০০
পাম্প হাউস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	৩০	৩০	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩০	৫৭	৫৭	১০০
১-কিউসেক সোলার এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন স্থাপন	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০

২৫.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৭ জন	৭ জন	১০০
অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স অব ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর ওপর প্রশিক্ষণ	ম্যানেজার, অপারেটর, ফিল্ডম্যান	১৮০ জন	১৮০ জন	১০০
অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর ওপর প্রশিক্ষণ	কৃষক	৩৬০ জন	৩৬০ জন	১০০

২৬. রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প

২৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার চরাঞ্চলে সোলারচালিত ভ্রাম্যমান সেচ পাম্পের সাহায্যে ফসল উৎপাদন

২৬.২ প্রকল্প এলাকা (১টি বিভাগ, ৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজীবপুর, নাগেশ্বরী, ভুরঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট

২৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪০৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা
২৬.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পূনঃখনন	কি.মি.	২০০	৫৬	৫৬	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৪২	৪২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	৪৫	৪৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	কি.মি.	১৮৭	৩৮.৫	৩৮.৫	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২৫	২৫	১০০
কৃষক/ম্যানেজার/ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ	জন	৩০০০	৩০০	৩০০	১০০

২৬.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষক/ম্যানেজার/অপারেটর/ ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ	কৃষক, ম্যানেজার, অপারেটর, ফিল্ডম্যান	৩০০ জন	৩০০ জন	১০০

২৭. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প

২৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বিএডিসি'র বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসি'র সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্পাসসমূহের সৌন্দর্য বর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষ রোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্পের আওতায় ভোলায় অবস্থিত বিএডিসি'র সেচভবন সংস্কার

২৭.২ প্রকল্প এলাকা (৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৬৫টি উপজেলা):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, পলাশ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, নিকলী, অষ্টগ্রাম, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ঘাটাইল, মির্জাপুর
	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, পাংশা
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, সদরপুর
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, সিরাজদিখান
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, নান্দাইল, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া
	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ
	জামালপুর	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, মেলান্দহ
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, শেরপুর সদর, শ্রীবর্দ্দী
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বাকেরগঞ্জ, মুলাদী
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, ইন্দুরকানী
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চর রাজিবপুর, নাগেশ্বরী
	দিনাজপুর	বিরামপুর, দিনাজপুর সদর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাদুলাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী
রাজশাহী	বগুড়া	বগুড়া সদর, গাবতলী, শেরপুর, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, দুপচাচিয়া
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, কালাই
	পাবনা	পাবনা সদর
	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	নাটোর	নাটোর সদর, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ সদর, আজমিরিগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, দিরাই, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, মুরাদনগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব
	বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর
	ফেনী	ফেনী সদর, সোনাগাজী
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, হাটহাজারী, রাউজান, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া
	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, বান্দরবান সদর
	খাগড়াছড়ি	দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর
খুলনা	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর
	যশোর	বাঘারপাড়া, শার্শা, যশোর সদর, মনিরামপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর
	মাগুরা	মাগুরা সদর, শালিখা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	নড়াইল	নড়াইল সদর, কালিয়া
	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ, কোর্টচাদপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ সদর

২৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

২৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৯৪৮৪.৩২ লক্ষ টাকা

২৭.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৭৪১.০০ লক্ষ টাকা

২৭.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৭৪১.০০ লক্ষ টাকা

২৭.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৭৪১.০০ লক্ষ টাকা

২৭.৮ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৭.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫৬	১৩	১৩	১০০
আবাসিক ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
সীমানা প্রাচীর সংস্কার	রা. মি.	৮১৯৬	২৭৫১	২৭৫১	১০০
গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	৩৪	৭	৭	১০০
গ্যারেজ ও অন্যান্য	সংখ্যা	৫	১	১	১০০
মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার	সংখ্যা	১৩	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিএডিসি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত	সংখ্যা	১০	৪	৪	১০০
প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
রেস্ট হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০২	০২ (আংশিক)	০২ (আংশিক)	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬০৪০	১৫০০	১৫০০	১০০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২	১	১	১০০

২৮. বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

২৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাল পুন:খনন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর ৫৫৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন;
- বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়) এবং শহীদ ময়েজ উদ্দিন গাজীপুর-নরসিংদী সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ ও টেকসইকরণ।

প্রকল্পে আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি

২৮.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, সিংগাইর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, ঘিওর, দৌলতপুর
	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ী, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ সদর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাবো
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
	ঢাকা	দোহার, নবাবগঞ্জ, ধামরাই, সাভার
	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, সোনারগাঁও

২৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২
২৮.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৩৬৭২.৫০ লক্ষ টাকা
২৮.৫	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৬	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৭	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬৬৮.২৪ লক্ষ টাকা
২৮.৮	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২৮.৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
জীপ ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০
কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
খালের পাড়ে বনায়ন	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মালামাল ক্রয়	সেট	২০	১৫	১৫	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	৪৪	৪৪	১০০

২৮.১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন (সংখ্যা/জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৯০ জন	৯০ জন	১০০

অধ্যায়-৪

সার ব্যবস্থাপনা উইং

১৯৬২-৬৩ সালে ৫০ হাজার মে.টন সার সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে এককভাবে বিএডিসি কর্তৃক সার বিতরণ কার্যক্রম চালু থাকে। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২-৯৩ সাল হতে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত বিএডিসি'র সার বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকে। গত ২০০৬-০৭ সাল হতে বিএডিসিতে পুনরায় সীমিত আকারে নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি ও এমওপি) সার আমদানি ও বিতরণের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে। টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিতরণে বিএডিসি'র সাফল্যে সরকার কর্তৃক বিএডিসিকে ডিএপি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে বিএডিসি'র মাধ্যমে আন্ত:রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ৩.১৫ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.৭৮ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ৩.৬৭ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১১.৬০ লক্ষ মে.টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ৪.০৫ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.০৮ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ২.৯৩ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১১.০৬ লক্ষ মে.টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি'র ২১টি সার অঞ্চলের ৪৭টি বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোতাবেক সারা দেশব্যাপী বিএডিসি নিবন্ধিত সার ডিলারের মাধ্যমে সার বিক্রয়/ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সারণী ১. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সার আমদানি ও বিতরণ: (লক্ষ মে.টন)

সারের নাম	২০১৮-১৯	
	আমদানি	বিতরণ
টিএসপি	৩.১৫	৪.০৫
এমওপি	৪.৭৮	৪.০৮
ডিএপি	৩.৬৭	২.৯৩
মোট	১১.৬০	১১.০৬

সারণী ২. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র নন-নাইট্রোজেনাস সারের ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে ভর্তুকিমূল্য নিম্নরূপ:

সারের নাম	ডিলার পর্যায় (টাকা/কেজি)	কৃষক পর্যায় (টাকা/কেজি)
টিএসপি	২০.০০	২২.০০
এমওপি	১৩.০০	১৫.০০
ডিএপি	২৩.০০	২৫.০০

সারণী ৩. বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	ডিলার	ডিলার সংখ্যা
১.	বিএডিসি	৪,৭৫৩
২.	বিসিআইসি	১,৭০৭
	মোট	৬,৪৬০

অধ্যায়-৫

অর্থায়ন

বিএডিসি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২৪টি প্রকল্প ও ২০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প ফসল সাব-সেক্টর এবং ১৬টি প্রকল্প সেচ সাব-সেক্টরের আওতাধীন। ২০টি কর্মসূচির মধ্যে ৮টি ফসল সাব- সেক্টর এবং ১২টি সেচ-সাব সেক্টরের আওতাধীন।

সারণী ১.১: রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০টি কর্মসূচির/কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা):

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৩০৯৫.৫২	৪২৯৬৬.৪৪	-	৫৬০৬১.৯৬
সেচ: ১২টি	৪২৮৯.৬৬	-	-	৪২৮৯.৬৬
মোট: ২০টি	১৭৩৮৫.১৮	৪২৯৬৬.৪৪	-	৬০৩৫১.৬২

সারণী ১.২: রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০টি কর্মসূচির/কার্যক্রমের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা):

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৩০৯৫.৫২	৩৩৫১২.০৬	-	৪৬৬০৭.৫৮
সেচ: ১২টি	৪২৫৯.৮৭	-	-	৪২৫৯.৮৭
মোট: ২০টি	১৭৩৫৫.৩৯	-	-	৫০৮৬৭.৪৫

সারণী ১.৩: এডিপিভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা):

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৮৪৩৪.০০	-	-	১৮৪৩৪.০০
সেচ: ১৬টি	৩৮৮৪০.০০	-	৮০১.০০	৩৯৬৪১.০০
মোট: ২৪টি	৫৭২৭৪.০০	-	৮০১.০০	৫৮০৭৫.০০

সারণী ১.৪: এডিপিভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা):

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৮৩৩৯.০০	-	-	১৮৩৩৯.০০
সেচ: ১৬টি	৩৮৬৫৬.৮২	-	৮০১.৭২	৩৯৪৫৮.৫৪
মোট: ২৪টি	৫৬৯৯৫.৮২	-	৮০১.৭২	৫৭৭৯৭.৫৪

পরিশিষ্ট-ক

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭৫০.০০	৫৭০০.০০	৭৪৫০.০০
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৬৫০.০০	৬৫০.০০	১৩০০.০০
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৮২৫০.০০	৩০৮১৫.৯২	৩৯০৬৫.৯২
৪	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫০০.০০	১৭৬৩.৫২	২২৬৩.৫২
৫	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮০০.০০	৩৫৫০.০০	৪৩৫০.০০
৬	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫৫০.০০	২৬০.০০	৮১০.০০
৭	এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৫০০.০০	২২৭.০০	৭২৭.০০
৮	ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি	৯৫.৫২	-	৯৫.৫২
	মোট	**১৩০৯৫.৫২**	**৪২৯৬৬.৪৪**	**৫৬০৬১.৯৬**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭৫০.০০	৪৯৯৪.৫৮	৬৭৪৪.৫৮
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৬৫০.০০	২৯৭.২৮	৯৪৭.২৮
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৮২৫০.০০	২৩৬০০.১৬	৩১৮৫০.১৬
৪	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫০০.০০	১২৫৬.০০	১৭৫৬.০০
৫	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮০০.০০	২৯২৪.৪২	৩৭২৪.৪২
৬	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫৫০.০০	২৬০.০০	৮১০.০০
৭	এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৫০০.০০	১৭৯.৬২	৬৭৯.৬২
৮	ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি	৯৫.৫২	-	৯৫.৫২
	মোট	**১৩০৯৫.৫২**	**৩৩৫১২.০৬**	**৪৬৬০৭.৫৮**

পরিশিষ্ট-খ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৪০০০.০০	-	৪০০০.০০
২	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৬৫০০.০০	-	৬৫০০.০০
৩	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৫৮.০০	-	৫৮.০০
৪	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪৭২.০০	-	৪৪৭২.০০
৫	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	২৫১.০০	-	২৫১.০০
৬	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৪৮.০০	-	১৪৮.০০
৭	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	২১৩.০০	-	২১৩.০০
৮	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২৭৯২.০০	-	২৭৯২.০০
	মোট	**১৮৪৩৪.০০**	**-**	**১৮৪৩৪.০০**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৩৯৮৮.৬৪	-	৩৯৮৮.৬৪
২	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৬৪৯৮.৭৯	-	৬৪৯৮.৭৯
৩	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৩৫.২৫	-	৩৫.২৫
৪	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪২৭.৭৯	-	৪৪২৭.৭৯
৫	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	২৫০.৬৯	-	২৫০.৬৯
৬	প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৪৭.৯৭	-	১৪৭.৯৭
৭	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	২০৫.৯৩	-	২০৫.৯৩
৮	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২৭৮৩.৯৬	-	২৭৮৩.৯৬
	মোট	**১৮৩৩৯.০০**	**-**	**১৮৩৩৯.০০**

পরিশিষ্ট-গ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	বরাদ্দ	ব্যয়
১	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৭৭.৫০	৪৭৭.৪৭
২	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৯৬.০৬	২৯৫.৫০
৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	১৫৬.০০	১৫৫.৫৫
৪	পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৫৫.২৫	২৫১.৬৮
৫	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পুরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৩৫.০০	৫৩১.০৮
৬	বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৩৬৯.৪৯	৩৬৯.১৭
৭	নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৬৯.৪৯	৩৬৯.২০
৮	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৪২৫.৮০	৪২৫.৬০
৯	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি	২৯৬.০০	২৮৯.৩৫
১০	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৬০২.০৭	৫৯১.৯১
১১	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	২১৫.৫০	২১১.৮৬
১২	সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি	২৯১.৫০	২৯১.৫০
	মোট	**৪২৮৯.৬৬**	**৪২৫৯.৮৭**

পরিশিষ্ট-ঘ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৫৫০.০০	-	-	১৫৫০.০০
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫০৬.০০	-	-	৪৫০৬.০০
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭৩৬.০০	-	-	৩৭৩৬.০০
৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	১০৩৫.০০	-	-	১০৩৫.০০
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৭৮.০০	-	-	৭৭৮.০০
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০০.০০	-	-	৫০০০.০০
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট	৪১২.০০	-	৮০১.০০	১২১৩.০০
৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯৭৯.০০	-	-	৩৯৭৯.০০
৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২২১৭.০০	-	-	২২১৭.০০
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় প্রর্যায়)	২৮০০.০০	-	-	২৮০০.০০
১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৫৪৩.০০	-	-	৫৪৩.০০
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	২০০০.০০	-	-	২০০০.০০
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৪১৬০.০০	-	-	৪১৬০.০০
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প	৩৬৮৩.০০	-	-	৩৬৮৩.০০
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	১৭৪১.০০	-	-	১৭৪১.০০
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৭০০.০০	-	-	৭০০.০০
	মোট	**৩৮৮৪০.০০**		**৮০১.০০**	**৩৯৬৪১.০০**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা):

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৫৪৫.১১	-	-	১৫৪৫.১১
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫০৫.৭১	-	-	৪৫০৫.৭১
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭৩৬.০০	-	-	৩৭৩৬.০০
৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	১০৩৪.৬৫	-	-	১০৩৪.৬৫
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭০৫.৩৪	-	-	৭০৫.৩৪
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৪৯৯৭.২৩	-	-	৪৯৯৭.২৩
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট	৪০৬.০০	-	৮০১.৭২	১২০৭.৭২
৮.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯৫১.১১	-	-	৩৯৫১.১১
৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২২০৭.৫৯	-	-	২২০৭.৫৯
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২৭৭৮.৮৪	-	-	২৭৭৮.৮৪
১১.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৫৪২.৬১	-	-	৫৪২.৬১
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯৯.২৫	-	-	১৯৯৯.২৫
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৪১৫৫.১৪	-	-	৪১৫৫.১৪
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৩৬৮৩.০০	-	-	৩৬৮৩.০০
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	১৭৪১.০০	-	-	১৭৪১.০০
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬৮.২৪	-	-	৬৬৮.২৪
	মোট	**৩৮৬৫৬.৮২**		**৮০১.৭২**	**৩৯৪৫৮.৫৪**